এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ বিনিয়োগ ও শিক্ষার নতুন দিগন্তের খোঁজে শমীকের সঙ্গে বৈঠক
অপরাধ দমনে সমঝোতা নয়, কঠোর নীতির পক্ষে সওয়াল পঞ্চায়েতমন্ত্রীর ৩

কলকাতা ১৯ নভেম্বর ২০২৬ ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বংশ বর্ষ ১৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.11.2026, Vol. 20 Issue No. 157, 8 Pages, Price 3.00



বুধবার পোস্তা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপে আরতি করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

খুদে আবাসিককে প্রশ্ন করে খাবারের মান যাচাই

মমতা জমানার বঞ্চনা মনে করিয়ে আদিবাসীদের অভয়বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বুধবার কুমারগ্রামের সভায় উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পালাবদলের পর আদিবাসীদের মানোন্নয়নের জন্য নতুন সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন এদিনের মঞ্চ থেকে। মমতা জমানায় সব প্রকল্প, সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে আদিবাসীরা। রাজ্যে পরিবর্তন না হলে এখনও বঞ্চিত হতেন তাঁরা। বুধবার জনজাতি গৌরব দিবসে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে আয়োজিত জনসভা থেকে একথাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি বক্তব্য শেষে আদিবাসীদের সঙ্গে গানের তালে নাচতেও দেখা যায় তাঁকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, রাজ্যের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকও।

সেখানে তিনি বলেন, 'আদিবাসীদের প্রতি বঞ্চনা হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাননি। রাজ্যে পরিবর্তন না হলে সরকারি প্রকল্প থেকে এখনও আদিবাসীরা বঞ্চিত হতেন। বর্তমানে আদিবাসীদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। আদিবাসীদের জন্য অনেক কাজ হয়েছে। সরকারি প্রকল্প থেকে আর বঞ্চিত হবেন না তাঁরা।' আদিবাসীদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সব ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করা হবে। যোগ্যারাই শুধু আবাসের সুবিধা পাবেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েও আগের সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি। এবার আর তা হবে না। তিনি জানান, জঙ্গলে জমির পাট্টা দেওয়ার কাজ করেছে নতুন সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সভা থেকে অভিযোগ করেন, সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর তৃণমূলের গুন্ডারা আক্রমণ চালিয়েছিল। সেই মামলার ফাইল পুনরায় খোলার নির্দেশ দেন তিনি। এর জন্য আইজি উত্তরবঙ্গকে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'কাউকে ছাড়া হবে না। সবাইকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।'



অন্যদিকে, হুল দিবসে বাঁকুড়ায় দাঁড়িয়ে আদিবাসী পড়ুয়া, যারা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন, তাদের থাকা খাওয়ার ভাতা বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগে তারা পেতেন মাসে ১৮০০ টাকা, তা বাড়িয়ে ৩৩০০ টাকা করেছে সরকার। বাড়তি বরাদ্দের সুফল আবাসিক পড়ুয়ারা পাচ্ছেন কি না, আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তা নিজেই যাচাই করলেন মুখ্যমন্ত্রী। খাবারের গুণগত মান, পরিমাণ নিয়ে খুদে আবাসিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি। লোকনাথপুর আশ্রম পরিদর্শন করে ৩২৪টি আদিবাসী হস্টেলের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকও করেন শুভেন্দু। সরকারি তরফে বরাদ্দ বাড়লেও, তার উপকারিতা পড়ুয়ারা পাচ্ছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে এবার উদ্যোগী হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। লোকনাথপুর গার্লস হস্টেলে প্রশাসনিক বৈঠকের পর নিজেই খোঁজ নেন হস্টেল ওয়ার্ডেনদের থেকে। তবে এখানেই থামেননি মুখ্যমন্ত্রী। বরাদ্দ অর্থের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না, তার সত্যতা যাচাইয়ে কথা বলেন হস্টেলের খুদে আবাসিকদের সঙ্গেও। মঞ্চ থেকে পঞ্চম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন খাবারের পরিমাণ ও গুণগত মান সঠিক আছে কি না, পড়ুয়ারা সব প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক জবাব দিতেই, খানিক হেসে শুভেন্দু বলেন, 'পাশ থেকে কেউ শিখিয়ে দিচ্ছে না তো?' এরপর খানিক হেসে মুখ্যমন্ত্রী হস্টেল ওয়ার্ডেনদের মনে করিয়ে দেন পড়ুয়াদের খাবারের সঙ্গে কোনও আপস বরদাস্ত করবে না সরকার।

এদিন আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠকে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার মাঝেই তাদের কাছে গান শোনার আবদার করেন শুভেন্দু। ভার্চুয়াল বৈঠকে একটি হস্টেলের পড়ুয়ারা আদিবাসী ভাষার সমবেত গান শোনান মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই গানের বাহবা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটি আদিবাসী হস্টেলে বাদ্যযন্ত্র প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। ৩২৪ হস্টেলে সরকারি তরফে বাদ্যযন্ত্র, হারমোনিয়াম পাঠানোর নির্দেশ দেন শুভেন্দু। বৈঠক শেষে লোকনাথপুর গার্লস হস্টেল পরিদর্শন করেন তিনি। শয়ন কক্ষ থেকে খাবার ঘর ঘুরে দেখেন তিনি, কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গেও।

আত্মসমর্পণে নারাজ, গুলিতে খতম লতিফ

শ্রীনগর, ১৮ নভেম্বর: জঙ্গলপোরার একটি মসজিদে আত্মগোপন করে আছেন লস্কর জঙ্গি লতিফ ভাট। গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিল পুলিশ এবং সেনা। বুধবার ভোরের আলো ফুটতেই কুলগামের জঙ্গলপোরার সেই মসজিদকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল বাহিনী। প্রথমে মাইকিং করে লতিফকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। লতিফ ততক্ষণে বুঝতে পেরেছিলেন পালানোর আর কোনও পথ নেই। তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে বাহিনী। ফের আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়। কিন্তু লতিফ সরাসরি জানিয়ে দেন, তিনি কোনও ভাবেই আত্মসমর্পণ করবেন না। তার পরেও লতিফকে সুযোগ দেওয়া হয় আত্মসমর্পণের জন্য।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীর 'মোস্ট ওয়ান্টেড'-এর তালিকায় ছিলেন লতিফ। তাঁর মাথার দাম ১৫ লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। সোমবার বিহানীর সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন কুলগামের সিআরপিএফ ছাউনিতে হামলায় জড়িত অন্যতম জঙ্গি নিসার দার। কিন্তু লতিফের হদিস মিলছিল না। একটি মসজিদে লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে বুধবার তাঁকে ঘিরে ফেলে বাহিনী। আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। কিন্তু তা করতে রাজি হননি লতিফ। তার পর বাহিনীর সঙ্গে 'এনকাউন্টারে' নিহত হন এই লস্কর জঙ্গি।

তাঁর সঙ্গে ভিডিয়ো কলে যোগাযোগ করেন কুলগামের সিনিয়র পুলিশের সুপার আনায়ত আলি। দীর্ঘক্ষণের সেই ভিডিয়ো কলে পুলিশ সুপার লতিফকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। বাহিনীর তরফে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়, 'অস্ত্র ছেড়ে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করো। আমরা তোমার সঙ্গে আছি।' কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। এ বারেও বাহিনীর বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করে লতিফ বলেন, 'আমি আল্লার সঙ্গে দেখা করতে যাব।' এ বার আর দেরি করেনি বাহিনী। লতিফকে মসজিদের ভিতর থেকে বার করে আনতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। ধোঁয়ায় ভরে ওঠে মসজিদ চত্বর। সেই ধোঁয়াকে 'ঢাল' বানিয়ে মসজিদের ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করেন লতিফ। তখনই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ১১ নভেম্বর সিআরপিএফ ছাউনিতে হামলায় নাম উঠে এসেছিল দক্ষিণ কাশ্মীরের একমাত্র সক্রিয় লস্কর কমান্ডার লতিফের। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী দ্য রেজিট্যান্স ফ্রন্টের (টিআরএফ) নিসার দার। দু'জনকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করে বাহিনী। তার পর থেকেই কুলগাম জুড়ে খোঁজ চলছিল এই দুই জঙ্গির। সোমবার লারু এলাকায় নিসারের হদিস পায় বাহিনী। তাঁকে ধরতে গেলে বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালান নিসার। বাহিনীর পাল্টা গুলিতে নিহত হন এই টিআরএফ জঙ্গি। কিন্তু লতিফের খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছিল বাহিনী। তার পর মঙ্গলবার গভীর রাতে বাহিনীর কাছে খবর আসে জঙ্গলপোরায় আত্মগোপন করে আছেন লতিফ। এক মুহূর্ত দেরি না করে পুলিশ, সিআরপিএফ এবং সেনা সেখানে অভিযানে নামে। সেখানে বাহিনী পৌঁছোতেই তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন লতিফ। তার পর মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়েন। আর এখানেই বাহিনীর কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। মসজিদের যাতে কোনও রকম ক্ষতি না হয়, সেটাও যেমন দেখার বিষয় ছিল, তেমনই লতিফকে আত্মসমর্পণের পথে কী ভাবে নিয়ে আসা যায়, সমান্তরাল ভাবে সেই বিষয়টাও নজরে রেখেছিল বাহিনী।

আছড়ে পড়বে কাল, বৃষ্টি আজ থেকেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়িয়ে এবার প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে 'আকভান'। যদিও এই ঘূর্ণিঝড় সরাসরি রাজ্যের উপকূলে আছড়ে না পড়লেও, এই ঘূর্ণিঝড়ের পরোক্ষ প্রভাবে আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ থেকে শনিবার ২১ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।



এছাড়াও, শুক্রবার এবং শনিবার হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামেও বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। যদিও এর থেকে বাদ যাবে না কলকাতাও। শহর কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সাথে মেঘলা আকাশ ও জলীয় বাষ্পের জেরে আগামী কয়েক দিন রাজ্যে রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)-এর সর্বশেষ বুলেটিন বলছে, ইরানের দেওয়া নামানুসারে তৈরি এই ঘূর্ণিঝড় 'আকভান' বর্তমানে দক্ষিণ ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

বুধবার এই ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এটি বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে প্রায় ৫৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে, মাচিলিপত্তনম থেকে ৫৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং ওড়িশার গোপালপুর থেকে প্রায় ৭১০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছে। এই ঝড়টি ঘণ্টায় প্রায় ৭ কিলোমিটার গতিতে উত্তর-উত্তরপশ্চিম উপকূল এলাকার দিকে এগোচ্ছে। আবহাওয়াবিদদের সংশোধিত অনুমান অনুযায়ী, আগামী শুক্রবার অর্থাৎ ২০ নভেম্বর দুপুর নাগাদ উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে 'আকভান'। অন্ধ্রের মাচিলিপত্তনম এবং ওড়িশার পুরীর মধ্যবর্তী কোনো এলাকা দিয়ে ঝড়টি উপকূল অতিক্রম করার প্রবল সম্ভাবনা থাকছে। যদিও ল্যান্ডফলের সময় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়ার আকারে ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে হাওয়া অফিস থেকে সতর্ক করা হয়েছে। তবে ঝড়ের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। ১৯ ও ২০ নভেম্বর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম এবং দক্ষিণ ওড়িশায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। সম্ভাব্য ল্যান্ডফলের সময় অন্ধ্রের নিচু এলাকাগুলিতে ১ থেকে ২ মিটার পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে দুই রাজ্যের উপকূলীয় জেলাগুলিতে উচ্চ সতর্কতা জারি করার পাশাপাশি জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ ও ওডিআরএফ) মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রানহানির আশঙ্কা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রে যেতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

অশান্তির বাংলাদেশে ঝলসে মৃত্যু

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর: বাংলাদেশ অশান্তি, বিক্ষোভ অব্যাহত। মঙ্গলবার টুঙ্গিপাড়া-সহ গোপালগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে অশান্তি ছড়িয়েছিল, তার রেশ বুধবারও চলে। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। এ সবের মধ্যেই ঢাকা থেকে আটক করা হয়েছে, আওয়ামী লীগ জমানার প্রাক্তন মন্ত্রী নজরুল ইসলাম হিরুকে। রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। কী কারণে তাঁকে ধরা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশের দাবি, প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন ঘিরে গুঞ্জনের মাঝে অশান্তি ক্রমে বাড়ছে বাংলাদেশে। তার সঙ্গে চলছে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভও। তাতেও আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠনের ইন্ধন রয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। এ দিন সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়াতে শুরু করেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। চলে অবরোধ, বিক্ষোভ, অগ্নিসংযোগ। কোথাও বাসে, কোথাও পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অশান্তির মাঝে এক জনের পুড়ে মৃত্যুর খবরও প্রকাশ্যে এসেছে। অন্য দিকে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বুধবারও সকাল থেকে পথে নেমেছেন বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিকেরা। গাজীপুরে বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা ঢাকা ময়মনসিংহ সংযোগকারী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভের জেরে এ দিনও গাজীপুরে ১০টি পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও ৩৯টি কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে।

বিক্ষোভের খবর পেয়ে স্থানীয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। বিক্ষোভকারীদের সরাতে মোতায়েন করা হয় বিজিবি-ও। উত্তেজনার মাঝে পুলিশের একটি গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। দফায় দফায় চেষ্টার পরেও বিক্ষোভকারীদের সরাতে না পারলে শেষে কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। তাতে সাময়িক ভাবে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করা গেলেও পরে তাঁরা ফের অন্য জায়গায় গিয়ে অবরোধ শুরু করেন।

লাল গালিচাতে ট্রাম্পকে চিনে স্বাগত জিনপিংয়ের



বেজিং, ১৮ নভেম্বর: এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) সম্মেলনে যোগ দিতে চিনে পা রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। লাল কার্পেটে তাঁকে স্বাগত জানান চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। শেনজেন বিমানবন্দরে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানানোর জন্য ঐতিহ্যবাহী নৃত্য প্রদর্শনেরও আয়োজন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে দু'দেশের টানাপোড়েন, শুল্কযুদ্ধের পর ট্রাম্পের চিন সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার উপর সম্মেলনে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। উল্লেখ্য, এপেক শীর্ষসম্মেলনের ফাঁকে পুতিনের সঙ্গে পার্শ্বৈঠক করেন জিনপিং। এর পরে শেনজেন বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে লাল-কার্পেট অভ্যর্থনা জানাতে যান তিনি। রানওয়ের উপর ট্রাম্পকে আলিঙ্গনও করেন। তাঁদের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ারও কথা। ফলে 'ড্রাগনভূমে' নতুন কোন সমীকরণ তৈরি হয়, সেদিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।

ট্রাম্পকে স্বাগত জানিয়ে জিনপিং বলেন, 'চিন এবং আমেরিকার মধ্যে একটি গঠনমূলক ও কৌশলগতভাবে স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমি আগ্রহী। দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগিতা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য অপেক্ষায় আছি। আমাদের লক্ষ্য হল, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমতার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে একটি গঠনমূলক ও কৌশলগতভাবে স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা।' অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার জিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় ইরান ও ইউক্রেন যুদ্ধ উঠে আসবে। শুধু তাই নয়, পরমাণু অস্ত্র নিয়েও কথা হবে।

বেজিংয়ের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে এপেক সম্মেলনের ফাঁকে হতে চলেছে এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। বলা বাহুল্য, এই প্রথমবার বিশ্বের তিন শক্তিশালী শাসক আলোচনার টেবিলে বসতে চলেছেন। চিনের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং বড় শক্তিগুলোর সম্পর্কের কৌশলগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়ে তিন নেতা মতবিনিময় করবেন। তবে কূটনৈতিক মহলের মতে, অতীতের মতো এবারও ছোট দেশগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে চলেছে এই বৈঠকের মাধ্যমে। যুদ্ধ থামানোর নামে 'গ্লোবাল সাউথে'র দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে নিজেদের নীতি।

এদিকে, বুধবার দক্ষিণ চিনের শহর শেনজেনে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন (এপেক) শীর্ষসম্মেলনে যোগ দেন পুতিন এবং জিনপিং। সেখানে চিনের প্রেসিডেন্ট পশ্চিমি বাণিজ্য-আধিপত্যবাদের বিরোধিতার অঙ্গীকার করেন। বিশেষত ওয়াশিংটনের উন্নত এআই চিপ রপ্তানিতে কড়াকড়ি এবং চড়া শুল্কনীতির বিপরীতে তিনি মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র বিধি মেনে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা রক্ষার আহ্বান জানান। অন্য দিকে, পুতিন তাঁর বক্তৃতায় ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার উপর আরোপিত পশ্চিমি আর্থিক নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক এবং রপ্তানি বিধিনিষেধকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'আধিপত্যবাদী শক্তিগুলি উদীয়মান অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমিয়ে রাখতে চাইলেও নিষেধাজ্ঞা জারির কৌশল সফল হয়নি।'

এবিভিপি বনাম এসএফআই, বই-যুদ্ধে উত্তাল কলেজ স্ট্রিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বইয়ের পসরা সাজানোকে কেন্দ্র করে বুধবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দফায় দফায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কলকাতার বইপাড়া কলেজ স্ট্রিট। এদিন সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র সংঘাতে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে উত্তর কলকাতার এই ব্যস্ত শিক্ষাকেন্দ্র। বুধবার সকালের হাতাহাতি ও অবরোধের পর দুপুরে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও, সন্ধ্যা নামতেই ফের শুরু হয় ব্যাপক ইটবৃষ্টি, চেয়ার ছোড়াছুড়ি এবং চকোলেট বোমার বিস্ফোরণ। সব মিলিয়ে দিনভর দুই ছাত্র সংগঠনের আদর্শগত ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের আঁচে উত্তপ্ত থাকল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর।

এই ঘটনার সূত্রপাত গত সোমবার ও মঙ্গলবার থেকেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটের ঠিক সামনে, কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে বসেছে তিন দিনব্যাপী ক্ষুদ্র বইমেলা বা 'সংগ্রামী বইপত্র' কর্মসূচি। এর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার মহাবোধি সোসাইটি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বুক স্টল বসাতে চেয়েছিল এসএফআই। তবে পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় ট্রামলাইনের ওপর চাদর বিছিয়ে বই বিক্রি শুরু করেন বাম ছাত্ররা। সে সময় পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি বাঁধে এবং এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-সহ একাধিক কর্মীকে আটক করা হয়। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ পুলিশের অনুমতি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে স্টল বাঁধার কাজ শুরু করে এসএফআই। ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায়, সকাল ১১টা ১৫ নাগাদ সেখানে হাজির হন এবিভিপি-র সদস্যরা। দুই পক্ষের মধ্যে বুক স্টল বসানো ও বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে



তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বই এবং ভারতমাতার ছবি হাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটের সামনে রাস্তায় বসে পড়ে অবরোধ শুরু করেন এবিভিপি সমর্থকরা। ফলে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কলেজ স্ট্রিট, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচল পুরোপুরি থমকে যায়। অবরোধ চলাকালীন দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এই বিষয়ে এসএফআই-এর অভিযোগ, এবিভিপি কর্মীরা তাঁদের স্টলের ফ্লেক্স ও কাঠের কাঠামো ভেঙে দেয়, ব্যানার ছিঁড়ে বইয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এক এসএফআই সদস্যকে মারধর করে। বই পোড়ানোর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালে বাম ছাত্রদের তরফে বলা হয়, 'কোনও ছাত্র বই পোড়ানোর মতো কাজে লিপ্ত হতে পারে না।'

অন্যদিকে, এসএফআই-এর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা হামলার অভিযোগ তুলেছে এবিভিপি। এবিভিপি নেতা স্বাধীন হালদার দাবি করেন, পুলিশের থেকে অনুমতি নিয়েই তাঁরা স্টল বসাতে যান। কিন্তু সেখানে তাঁদের বাধা দেওয়া হয় এবং বাম কর্মীরা হামলা চালান। তাঁর অভিযোগ, এই কারণেই পাল্টা প্রতিরোধ করতে বাধ্য হন তাঁরা। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ব্যারিকেড ও গার্ডরেল দিয়ে দুই পক্ষকে আলাদা রাখার চেষ্টা চলে। পুলিশের সঙ্গে এবিভিপি কর্মীদের তুমুল বচসা ও ধস্তাধস্তি বাঁধে। শেষ পর্যন্ত দুপুর ১টা নাগাদ এবিভিপি কর্মীরাও এসএফআই-এর স্টলের পাশেই দুটি টেবিল পেতে জাতীয়তাবাদী বই বিক্রি শুরু করলে অবরোধ উঠে যায় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, SREEMANA DEY W/O Debatra Kumar Dey residing at 56, Old Calcutta Road, Sukanta Pally, P.O.- Talpukur, P.S.- Titagarh, Dist.- 24 Pgs (N), Kolkata- 700123 do hereby declare that I have changed my name from SREEMANA DEY to SREEMANA DAS DEY and henceforth I will be known as SREEMANA DAS DEY for all purpose vide affidavit before the Notary Public at Barrackpore on 13.11.2026. SREEMANA DAS DEY and SREEMANA DEY both are same and one identical person.

PUBLIC NOTICE

That my client Santanu Pal lost misplaced the Original Deed vide Baing No. 6306/1968 of SR Rania which was in his custody. GDE Lodged at Burdwan PS Vide GDE No.569, Dated: 09/11/2026. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted
Insta Legal Services
Adv.Pranayar Chandra,9774407041.

পাবলিক নোটিফিকেশন

আমাদের একজন মক্কেল, রাধেশ্যাম বিশ্বাস উত্তরপাড়া কোতরং মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ওয়ার্ড নং ২৩, হোল্ডিং নং ১১৩, মাখলা ২ নং গভঃ কলোনি, জেলা- হুগলী, থানা উত্তরপাড়া, মৌজা মাখলা, এল.ও.পি. নং ১০০, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৮৫৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৬৭-এর অধীনে এল.আর দাগ নং ১৯৩৫, আর.এস দাগ নং ১৮৫৭-এর অধীনে ১ কাঠা, ১ ছটাক ২৬ বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটের নিরঙ্কুশ মালিক, এস.আর শ্রীরামপুর-এ নিবন্ধিত এবং ১৯৭৫ সালের জন্য ২৬৮৬ নং হিসাবে বুক নং I-এ রেকর্ড করা মূল পূর্ববর্তী ডিড হারিয়ে/মিসপ্লেস করে ফেলেছেন। উক্ত ডিড হারিয়ে যাওয়া/ মিসপ্লেস হওয়ার বিষয়টি উত্তরপাড়া পুলিশ স্টেশনে ০৪-১১-২০২৬ তারিখের জিডিই নং ২১০ হিসাবে জেনারেল ডায়ারিতে রেকর্ড করা হয়েছে।
উপরোক্ত সম্পত্তিতে কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং / অথবা স্বার্থ থাকা কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সত্তা বা ব্যাঙ্ক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এমন কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।
সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩-৪৬০১৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেইল:
supriyobasu.llp@gmail.com

|| বিজ্ঞপ্তি ||
[Bengali notice text]

আমরা, শ্রী শ্রী স্বর্গীয় গোবিন্দ জীউ বিগ্রহ পক্ষে সেবাইত ১) শ্রী নিতাই চাঁদ গোস্বামী গুরুপিতা এস. সি. ভক্তি বেদান্ত স্বামী, সাং+পো:- স্বরূপগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পক্ষে গত ইং- ২৫/০২/২০১১ তারিখে সম্পাদিত ইং- ০১/০৩/২০১১ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে ৪ নং ভলিমের ৭৫ নং থেকে ৮২ নং পাতার লিপিবদ্ধ করা ৮ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী সমীর দেবনাথ, পিতা- শ্রী দানেশ চন্দ্র দেবনাথ, সাং+পো:-চরব্রহ্মনগর, থানা-নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, ক্ষমতা পাইয়া বিগত ইং-16/03/2011 তারিখে I-727/11 নং দলিল বলে শ্রীমত্যা তুলসী রায় স্বামী- মৃত বলাই রায়, সাং+পো:- স্বরূপগঞ্জ, থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া বিক্রয় করেন। তপশীল মৌজা ১৭ নং গাদিগাছা, খতিয়ান আর. এস. নং ১৮৭৩,১৫৭০,১৭১০, ২০২০, খতিয়ান এল. আর নং ৮৩২,৯৪১,১৯৯৫,৩০১০,৩০১১,৩০১২,৩০১৩, ৩০১৪,২১৯৬,১২৪৯,২১৯৬, আর.এস. দাগ নং ১১৩, ১১৪,১১৯,১২০, মোট জমির পরিমাণ ৮.২৫ শতক। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে মহেশগঞ্জ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

[Bengali notice text]

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি শ্রী পরমাত্মা যাদব, পিতা- মগনী যাদব, ঠিকানা-সিং পাড়া, টি.এন. মুখার্জি রোড, পোস্ট-মাখলা, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২২৪৫, আমার নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির মূল দলিলটি হারিয়ে ফেলেছি। উল্লেখিত সম্পত্তিটির বিবরণ হল **জেলা-হুগলি, থানা-উত্তরপাড়া, মৌজা-মাখলা, জে.এল. নং-১১, তৌজি নং-১৮২, আর.এস. দাগ নং-১৬৬৩, এল.আর. দাগ নং-১৬৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং-১১৬৮২ ও ১১৬৮৩ এটি উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভা অন্তর্গত, হোল্ডিং নং-৩১৪/৩/১/এ ও ৩১৪/৩/১/এ/১, সারদা পল্লী, ওয়ার্ড নং-২২-এ অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি.এস.আর. হুগলি ও এ.ডি.এস.আর. উত্তরপাড়া** এখতিয়ারভুক্ত। উক্ত সম্পত্তির পূর্ববর্তী দলিলের বিবরণ হল ঃ ১) ১৯৮৫ সালের ৫৭১৭ নং দলিল এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর নিবন্ধিত বুক নং-১, ভলিউম নং-১২৩, পৃষ্ঠা ৮২ থেকে ৯০।
এই দলিল হারানোর বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে উত্তরপাড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি যাহার **জি.ডি.ই. নং-৭৮৬, তাং-১৭/১১/২০২৬**। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে অনুগ্রহ করে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করে তা ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করছি। দলিলটি ফেরত পেলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।
উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনুমতিক্রমে।
শান্তনু নন্দী
এ্যাডভোকেট
জেলা জজ কোর্ট, হুগলী
মো-৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা আদায়ে সহায়তা এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া সম্পত্তি কর আদায়ের কাজে তাঁদের যুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে নবান্ন। এই কাজের জন্য তাঁদের সাম্মানিকও দেওয়া হবে।



সরকারি সূত্রের খবর, প্রস্তাবটি ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে নীতিগত সম্মতি পেয়েছে। তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, গুজরাত ও উত্তরপ্রদেশের একাধিক পুরসভায় এই ধরনের উদ্যোগ চালু রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গেও একই ধরনের ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই উদ্যোগের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে বুধবার ট্রান্সজেন্ডার বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। সম্ভাব্য কর্মীদের তালিকা ও প্রয়োজনীয় তথ্য দেবে ট্রান্সজেন্ডার বোর্ড এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর। অন্যদিকে, তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেবে পুলিশ। সম্পত্তি কর আদায় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, হেলমেট ছাড়া মোটরবাইক চালানো, একটি মোটরবাইকে তিন জন যাতায়াত-সহ বিভিন্ন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা নজরদারিতে তাঁদের কাজে লাগানো হতে পারে। পাশাপাশি, বিভিন্ন পুরসভা এলাকায় দীর্ঘদিনের বকেয়া সম্পত্তি কর ও সংশ্লিষ্ট জরিমানা আদায়ের কাজেও তাঁদের যুক্ত করার ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগরের মতো বড় পুরসভাগুলিতে এই প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার।

আইআইটি-আইআইএমের মতো শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা কাজে লাগাতে নয়া নীতি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, নীতিনির্ধারণ এবং গবেষণামূলক কাজে আইআইটি, আইআইএম-সহ শীর্ষ সরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা কাজে লাগাতে নতুন নীতি তৈরি করল রাজ্য সরকার। এই মর্মে সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে অর্থ দপ্তর। নতুন নীতি অনুযায়ী, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর নীতিনির্ধারণ, গবেষণা ও সমীক্ষা, কারিগরি সহায়তা এবং অন্যান্য জ্ঞানভিত্তিক কাজে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিষেবা নিতে পারবে। শুধু দপ্তরই নয়, সরকারি দপ্তরের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট, অন্যান্য অফিস এবং স্বশাসিত সংস্থাগুলিও এই সুবিধা পাবে।

অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আইআইটি, আইআইএম, ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস (ডব্লিউবিএনইউজেএস) -সহ বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের চুক্তি করা যাবে। কোনও প্রকল্পে ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিজেই অনুমোদন দিতে পারবে। তবে তার বেশি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হলে অর্থ দপ্তরের বিশেষ অনুমোদন নিতে হবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট পদ্ধতি বেঁধে দিয়েছে অর্থ দপ্তর। প্রথমে যোগ্য শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির একটি প্যানেল তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বিশেষজ্ঞতা এবং অতীত কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সেই প্যানেল অনুমোদন করবেন দপ্তরের প্রধান। এরপর কোনও নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্যানেলভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হবে। খরচ, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি বিশেষ কমিটি প্রস্তাবগুলি যাচাই করে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বেছে নেবে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, তিনটির কম প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাব এলে পুনরায় আবেদন আহ্বান করতে হবে। তারপরও যদি এক বা দু'টি প্রতিষ্ঠানই আগ্রহ দেখায়, তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানের হাতে।



হাওড়া ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জগদ্ধাত্রী পুজো। পরিচালনায় ঘেঁটুপুকুর অধিবাসীবৃন্দ।

সরকারি নির্মাণকাজে কেন্দ্রীয় সংস্থাদের পুনরায় অন্তর্ভুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পরে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে ফের রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কাজ করার অনুমতি দিল নবান্ন। অর্থ দপ্তরের জারি করা এক স্মারকে জানানো হয়েছে, সরকারি নির্মাণকাজে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক বিধির ৪৭ডি ধারার আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগকে সরকারি কাজের জন্য অনুমোদিত সংস্থার তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে নীতিগত পরিবর্তনের ফলে সেই তালিকা থেকে তাদের বাদ দেওয়া হয় এবং রাজ্য সরকারের নির্মাণকাজে তাদের নিয়োগের প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি রাজ্যের সব ধরনের সড়ক ও সেতু নির্মাণে পূর্ত দপ্তরের নির্ধারিত অভিন্ন সূচি (কমন স্কেডিউল অফ রেটস) চালুর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ফের তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (সিপিডব্লিউডি), ন্যাশনাল বিল্ডিংস কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন (এনবিসিসি), রাইটস লিমিটেড এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেডকে (ইআইএল) পুনরায় সরকারি কাজের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতে আরও কেন্দ্রীয় সংস্থা বা কর্পোরেশনকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগও রাখা হয়েছে।

তবে এই পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু শর্তও আরোপ করেছে অর্থ দপ্তর। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে সমস্ত কাজের জন্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের ই-টেন্ডার পোর্টাল কিংবা গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস (জিইএম)-এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করতে হবে। একই সঙ্গে কাজের বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সতর্কতা কমিশনের (সিভিসি) নির্দেশিকা মেনে চলাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে অভিজ্ঞ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি নির্মাণ প্রকল্পের গতি বৃদ্ধি এবং মানোন্নয়নেও এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূল একটি স্বাভাবিক ও নিশ্চিত রাজনৈতিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তীব্র কটাক্ষ শমীকের



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও সাংগঠনিক অস্তিত্ব নিয়ে বুধবার তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেস কোনো প্রকৃত রাজনৈতিক দল ছিল না এবং বর্তমানে দলটি একটি স্বাভাবিক ও নিশ্চিত রাজনৈতিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তৃণমূলের অন্দরের দুর্নীতির সমীকরণ ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ তুলে ধরে শমীক ভট্টাচার্য এদিন কড়া ভাষায় দলটিকে নিশানা করেন। এদিন ফের তিনি দু'বছর আগের নিজের পুরনো ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আমি নির্বাচনের দু'বছর আগে থেকে আপনাদের কাছে ধারাবাহিকভাবে বলে আসছি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে যদি কোনও বিষয় থাকে, সমাজবিজ্ঞানটার মধ্যে যদি কোনও সারবস্তু থাকে, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস একটা স্বাভাবিক নিশ্চিত রাজনৈতিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও ভাঙনের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও কটাক্ষ করেন। এই প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ওটা কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না। দলের একমাত্র ফ্যাক্টর ছিল টাকা। পঁচাত্তর পঁচিশের ভাগ। সেটা বন্ধ, দলের দরজায় তালা। রাজনৈতিক মহলের মতে, শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ভাঙন ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগকেই ফের সামনে নিয়ে এল। তবে শমীক ভট্টাচার্যের এই তীব্র আক্রমণের পাল্টা কোনো প্রতিক্রিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও শিবিরের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় রেলে 'আরএসি' যুগের অবসান? যাত্রীস্বার্থ ও সংসদীয় কমিটির সুপারিশে বড়সড় সংস্কারের পথে রেল মন্ত্রক

দেবাশিস দে

কলকাতা: ভারতীয় রেলের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী 'রিজার্ভেশন এগেনস্ট ক্যানসেলেশন' বা আরএসি ব্যবস্থা কি তবে ইতিহাসের পাতায় চলে যেতে চলেছে? সাম্প্রতিক প্রশাসনিক তৎপরতা এবং সংসদীয় কমিটির কড়া অবস্থানের পর রেলের অন্দরমহলে এই প্রশ্নই এখন সবথেকে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। দেশের কোটি কোটি সাধারণ যাত্রীর নিত্যদিনের ভোগান্তি দূর করতে এবং পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে রেল মন্ত্রক যে বড়সড় নীতিগত পরিবর্তনের পথে হাঁটতে চলেছে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে।

ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি। সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি) তাদের পেশ করা রিপোর্টে আরএসি টিকিটের ক্ষেত্রে যাত্রীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাড়া আদায়ের যৌক্তিকতা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তোলে। কমিটির স্পষ্ট বক্তব্য, একটি সাইড-লোয়ার বার্থ দু'জন যাত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পরেও



উভয়ের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ আসনের ভাড়া নেওয়া কোনোভাবেই যুক্তিসংগত নয়। পূর্ণাঙ্গ বার্থ না পেলে যাত্রীদের ভাড়ার একটি অংশ ফেরত দেওয়ার জোরালো সুপারিশও করেছে সংসদীয় কমিটি। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, সংসদীয় কমিটির এই পর্যবেক্ষণ রেল মন্ত্রকের ওপর এক প্রকার নীতিগত চাপ তৈরি করেছে, যা উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে কঠিন।

দীর্ঘদিন ধরেই আরএসি ব্যবস্থা ঘিরে যাত্রীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। দূরপাল্লার যাত্রায় একটি সংকীর্ণ আসন দু'জন অপরিচিত যাত্রীকে ভাগ করে নিতে গিয়ে প্রায়ই বচসা ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে সহযাত্রী ভিন্ন লিঙ্গের হলে নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক অস্বস্তিও চরমে ওঠে। যাত্রীদের একাংশের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা না দিয়ে পুরো টাকা নেওয়ার এই অলিখিত প্রথা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। যদিও রেল মন্ত্রক এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি, তবে উচ্চপর্যায়ে যে বিষয়টি নিয়ে জোরকদমে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে, তা রেল কর্তাদের কথাতেই স্পষ্ট।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, কেন্দ্রের বর্তমান সরকার রেলের আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যকে তাদের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরতে চায়। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার এবং অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের মতো নতুন প্রজন্মের ট্রেনগুলিতে। এই ট্রেনগুলিতে আরএসি ব্যবস্থা পুরোপুরি ছেঁটে ফেলে কেবল নিশ্চিত বা কনফার্মড বার্থের নিয়ম চালু করা হয়েছে। ফলে বিরোধী শিবিরের সমালোচনার জায়গা বন্ধ করতে এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত ভোটারদের মন জয় করতে সরকার পুরনো এই ব্যবস্থা বদলে ফেলতে পারে। এখন দেখার, রেল মন্ত্রক পুরো আরএসি ব্যবস্থাই বাতিল করে, নাকি পিএসি-র সুপারিশ মেনে আংশিক ভাড়া ফেরতের পথে হেঁটে যাত্রীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভে প্রলেপ দেয়।

নিষ্ক্রিয় ও নিষ্কর্মা সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিতর্কিত পোস্টারে সরগরম হাওড়া ও কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজনৈতিক বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না হাওড়া সদরের বর্তমান সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কুণাল ঘোষের সঙ্গে তাঁর সৌজন্য সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া শিবির বদলের জল্পনা থামতে না থামতেই, এবার খেদ গঙ্গার দুই পাড়ে নিজের ব্যঙ্গাত্মক ছবি দেওয়া পোস্টারকে কেন্দ্র করে নতুন করে অস্বস্তিতে পড়লেন তিনি। বুধবার সকাল থেকেই হাওড়া শহর এবং কলকাতার প্রেস ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে কিছু পোস্টার ঝুলতে দেখা যায়। এই পোস্টারগুলিতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তাঁকে সরাসরি 'সবথেকে নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্কর্মা সাংসদ' বলে কটাক্ষ করা হয়। মজার বিষয় হল, এই পোস্টারগুলির নিচে প্রচারক হিসেবে 'সমাজবাদী পার্টি'র নাম লেখা আছে। একদিকে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র হাওড়া, অন্যদিকে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র প্রেস ক্লাব চত্বরে একযোগে এই পোস্টার পড়ায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই অর্থাৎ গত শুক্রবার কলকাতায় প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মূর্তি উন্মোচনের একটি অনুষ্ঠানে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়। তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া এই সাংসদের পাশে সেদিন দেখা গিয়েছিল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রসূন জানান যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে স্নেহ করেন। তাঁর এই মন্তব্যের পরই রাজনৈতিক মহলে নতুন সমীকরণের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। যদিও পরের দিনই অর্থাৎ শনিবার একটি বিবৃতি দিয়ে সেই জল্পনায় জল ঢালেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে হাওড়া সদরের হাওড়া আদালত চত্বর, সিপি বাংলা এবং বঙ্কিম সেতু-সহ শহরের একাধিক ব্যস্ত এলাকায় সাংসদকে নিয়ে একাধিক পোস্টার দেখতে পাওয়া যায়। এই পোস্টারে প্রসূনকে খোঁচা দিয়ে লেখা হয়, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই পোস্টারে সাংসদকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়, ও প্রসূনবাবু, আপনি তো খুব মস্তিতে আছেন, কিন্তু আমরা তো স্বস্তিতে নেই। আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে, বলবেন? অনেক দিন ধরে আপনাকে খুঁজছি। যদি কেউ দেখতে পান, দয়া করে আমাদের জানাবেন। আমরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমরা সত্যিই অসহায় বোধ করছি!



প্রতিবছর ১১ নভেম্বর বিমা লোকপাল দিবস পালিত হয়। ১৯৯৮ সালের এই দিনেই ভারত সরকার জনঅভিযোগ নিষ্পত্তি বিধি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারি করেছিল। বিমা লোকপাল হল একটি আধা-বিচারবিভাগীয় অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা।



চন্দননগরের নিরঞ্জনের প্রস্তুতি।

মহানবমীতে চন্দননগরে মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: আলোর মালায় সেজে ওঠা প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে মহানবমীর রাতে আছড়ে পড়ল অবিশ্বাস্য জনজোয়ার। জগদ্ধাত্রী পুজোর মূল আকর্ষণ এই নবমী তিথিকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই হুগলি জেলার পাশাপাশি ভিন জেলা এবং কলকাতা থেকেও দর্শনার্থীদের ঢল নামতে শুরু করেছিল। সন্ধ্যার পর থেকে গোটা চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর জুড়ে কার্যত তিলধারণের জায়গা ছিল না।

চন্দননগরের পুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বিশ্বখ্যাত আলোকসজ্জা। এ বছরও বাগবাজার, চাউলপট্টি, রথতলা, বিবিরহাট, বারাসাত গেট এবং মানকুণ্ডুর নামী পুজো কমিটিগুলি থিম ও সাবেকিয়ানার মেলবন্ধনে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। লেজার শো থেকে শুরু করে আলোর কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা নানা সামাজিক ও পৌরাণিক গল্প দেখতে মণ্ডপে মণ্ডপে উপচে পড়েছে ভিড়। সুউচ্চ প্রতিমা ও সূক্ষ্ম ডাকের সাজের টানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও ক্লান্তি ছিল না দর্শনার্থীদের চোখেমুখে। নবমীর এই বিপুল জনসমাগম সামাল দিতে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা। শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও প্রবেশপথে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ এবং সাদা পোশাকের পুলিশ। ড্রোনের মাধ্যমে আকাশপথে নজরদারি চালানোর পাশাপাশি যানজট এড়াতে বিকেল থেকেই শহরের মূল রাস্তাগুলিতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রেলের তরফেও দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনে অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে।

হাওড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়ে (প্রাথমিক বিভাগ) এক মনোজ্ঞ আন্তঃবিদ্যালয় কুইজ প্রতিযোগিতার (অনুসন্ধিৎসা -২০২৬) আয়োজন করা হয়। হাওড়া সদর এলাকায় বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলিতে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি করাই ছিল এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য।



সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৯ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্র- ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া ডিপিএসসি এর চেয়ারম্যান ড. অসিত বেরা। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে *শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, হাওড়া (প্রাথমিক), দ্বিতীয় হয় *হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন (প্রাথমিক) এবং তৃতীয় হয় *তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবন (প্রাথমিক)।



বুধবার মেট্রো রেল ভবনে পেনশনভোগীদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার জন্য আয়োজিত হল বিশেষ 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট' শিবির।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ২০২৬, ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

বেলুড় মঠ থেকে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটি পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য চালু সরকারি ভলভো বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বেলুড় মঠ, কামারপুকুর ও জয়রামবাটি, এই তিনটি জনপ্রিয় ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রকে এবার একটি বাস পরিষেবায় যুক্ত করল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। এই তিন স্থানে যে সকল ভক্ত ও পর্যটকরা প্রায়শই যাতায়াত করেন, তাঁদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই বুধবার বেলুড় মঠ থেকে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটি পর্যন্ত চালু হল সরকারি এসি ভলভো বাস। এদিন বেলুড় মঠ থেকে এই নতুন পরিষেবার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। এই রুটের বাস পরিষেবা উদ্বোধনের দিন যাত্রীরা 'বিনামূল্যে' যাত্রা করেন। সম্প্রতি বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের মাধ্যমে এই বাস চালুর অনুরোধ জানানো হয়। মঠ কর্তৃপক্ষের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে নতুন পরিষেবা চালু করা হল বলেই পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়। এই বাসটি প্রতিদিন বেলুড় মঠ থেকে ছেড়ে ডানকুনি, চাঁপাডাঙা, আরামবাগ হয়ে কামারপুকুর পৌঁছবে। সেখান থেকে তারপরে



চলে যাবে জয়রামবাটি। এই অত্যাধুনিক বাসে থাকছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। এছাড়াও যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার থাকছে। নতুন চালু হওয়া বাসটির নম্বর এসিটি-১১।

বেলুড় মঠ থেকে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটি পর্যন্ত সরাসরি এই রুটের দূরত্ব ১০১ কিলোমিটার। তবে উচালন ও বেঙ্গাই হয়ে বিকল্প পথে গেলে দূরত্ব বেড়ে হয় ১২১ কিলোমিটার। প্রতিদিন হাওড়ার বেলুড় মঠ থেকে সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে এই বাস ছাড়বে। এরপর জয়রামবাটি থেকে ফেরার সময় থাকছে বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিট। বেলুড় মঠ থেকে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটি যেতে গড়ে চার ঘণ্টা সময় লাগবে। এই বাসের ভাড়া শুরু হচ্ছে ২০ টাকা থেকে। বেলুড় মঠ থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত সরাসরি পথে ভাড়া ২২০ টাকা। বিকল্প পথে গেলে ২৬৫ টাকা ভাড়া লাগবে। যদিও রাজ্য সরকার রাজ্যের মহিলা যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতের যে প্রকল্প চালাচ্ছে, এই বাস রুটেও মহিলারা বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারবেন বলেই পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে। এছাড়াও ২০ নভেম্বর থেকে অনলাইন পদ্ধতিতেও টিকিট কাটার ব্যবস্থা চালু করা হবে। এছাড়াও ডব্লুবিটিসি-র ওয়েবসাইট ছাড়াও রেডবাস, অভিবাস ও পেটিএম থেকেও এই বাসের জন্য অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাবে। পাশাপাশি পরিবহণ দপ্তর অনুমোদিত টিকিট বিক্রেতাদের কাছ থেকেও এই বাসের জন্য টিকিট কাটতে পারবেন যাত্রীরা।

বুধবার এই নতুন বাস রুটের উদ্বোধন করে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, আমরা যেটা চালাব, সেটা বন্ধ হবে না। বাংলার বাস বন্ধ হবে না, বাংলা চলবে। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যখন পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন, তখন এই পরিষেবা চালু হয়েছিল। মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেলেও এবার তা স্থায়ীভাবে চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হল।

আগামী দিনে রাজ্যের বিভিন্ন রুটে আরও বাস বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানান মন্ত্রী। খুব তাড়াতাড়ি পরিবহণ দপ্তর ৩০টি নতুন সরকারি ভলভো বাস আনছে বলেও জানান তিনি। নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় বেলুড় মঠ থেকে কামারপুকুর ও জয়রামবাটি যাওয়ার যাত্রা আরও সহজ হবে বলেই মনে করছেন যাত্রীরা। এছাড়াও একদিনে তিনটি ধর্মীয় কেন্দ্র ঘুরে দেখার সুযোগও বাড়বে ভক্ত ও পর্যটকদের।

রাজ্যে বিনিয়োগ ও শিক্ষার নতুন দিগন্তের খোঁজে শমীকের সঙ্গে বৈঠক অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ কূটনীতিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যিক ও শিক্ষাগত সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্য নিয়ে এবার সক্রিয় হল ক্যানবেরা। বুধবার কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দপ্তরে গিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার ফিলিপ গ্রিন এবং কলকাতার কনসাল জেনারেল বার্নার্ড লিঞ্চ। এই সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য ছিল, রাজ্যের শিল্প, উচ্চশিক্ষা এবং খনিজ ক্ষেত্র। এই সকল ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিস্তারিত কথা হয় বলেই রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর। এদিনের বৈঠক শেষে বাংলার মানুষের মেধা ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেন হাই কমিশনার ফিলিপ গ্রিন। তিনি স্পষ্ট জানান, পশ্চিমবঙ্গে অস্ট্রেলীয় সংস্থাগুলির ব্যবসা বাড়ানোর বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই তাঁরা এই রাজ্যে এসেছেন। তাঁর কথায়, আমি যেখানেই যাই, দেখতে পাই বাঙালিরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আধুনিক, বিশ্বমুখী এবং ব্যবসায়িক মানসিকতাসম্পন্ন। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসার নতুন কোনো সুযোগ তৈরি হচ্ছে কি না, সেটাই আমরা খুঁজে দেখছি। যদিও কোনো পূর্বানুমানের ওপর নির্ভর না করে স্থানীয় মানুষ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এবং তথ্য যাচাই করেই যে



অস্ট্রেলিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে চায়, তাও এদিন পরিষ্কার করে দেন ফিলিপ গ্রিন। বুধবারের এই সৌজন্য সাক্ষাতের সময় শমীক ভট্টাচার্য দুই অস্ট্রেলীয় কূটনীতিকের হাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তুলে দেন। এই রাজ্যে বাণিজ্যের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটিও এদিনের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনায় উঠে আসে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম চলছে এবং বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এই দেশে তাদের শাখা ক্যাম্পাস খোলার পরিকল্পনাও নিচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমবঙ্গেও অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শাখা খোলা বা শিক্ষামূলক আদান-প্রদানের কোনো সুযোগ আছে কি না, তাই নিয়েও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কনসাল জেনারেল বার্নার্ড লিঞ্চ ও হাই কমিশনার ফিলিপ গ্রিন। অন্যদিকে, রাজ্যে খনি শিল্প এবং খনিজ সংক্রান্ত আধুনিক পরিষেবায় অস্ট্রেলিয়ার প্রযুক্তি ও দক্ষতা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। তাই এই রাজ্যে এই খাতে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়েও দুই পক্ষের বৈঠকে মতবিনিময় হয়। কূটনৈতিক মহল সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী মাসেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'আন্তর্জাতিক খনি ও খনিজ সম্মেলন' (আইএমএমই)। সেই সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার ৫০টিরও বেশি প্রথম সারির সংস্থা যোগ দিতে চলেছে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুই দেশের খনি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে সরাসরি ব্যবসায়িক সেতুবন্ধন তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে, অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ কূটনীতিকদের এই উদ্যোগ আগামী দিনে রাজ্যের অর্থনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

জাল পরিচয়ে কলকাতায় বসবাস, এসআইআরে নাম বাদ পড়তেই গ্রেপ্তার আফগান নাগরিক

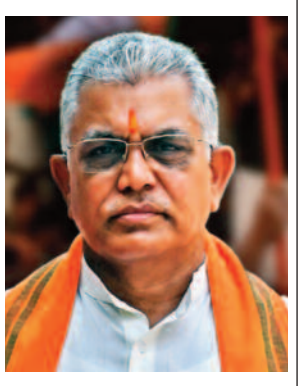
নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে কলকাতায় আত্মগোপন করেছিল অবৈধ এক আফগান নাগরিক। মঙ্গলবার সেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা ও মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। ধৃত ওই অনুপ্রবেশকারীর প্রকৃত নাম মীর আহমেদ জার। যদিও কলকাতায় সে আয়ুব খান নামে পরিচয় দিয়ে থাকছিল বলে তদন্তকারী পুলিশ অধিকারিকদের দাবি। সম্প্রতি এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর বৈধ ভোটার তালিকা থেকে তার নাম বাদ চলে যায়। আর নাম বাদ পড়ার পরেই এই ঘটনার তদন্তে নতুন সূত্র পায় পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় তাকে গ্রেপ্তার করে মধ্যপ্রদেশের পুলিশ আধিকারিকরা। এই বিষয়ে লালবাজার সূত্রে জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার ১৭ নভেম্বর সকালে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালায় মধ্যপ্রদেশের পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে



উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার অধীন শিয়ালদহ সংলগ্ন এপিসি রোডের একটি বাড়িতে তাকে খুঁজতে পুলিশ তল্লাশি চালায়। সেখান থেকেই মীর আহমেদকে আটক করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে শহরে থাকার অভিযোগ রয়েছে ধৃত ওই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তদন্তকারীদের দাবি, ২০১৫ সালে প্রথম ভারতে এসেছিল মীর আহমেদ। কিছুদিন পর সে ফিরে গেলেও ২০১৭ সালে ফের সে ভারতে আসে। প্রথমে সে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে থাকতে শুরু করে। পরে সেখান থেকে সে কলকাতায় চলে আসে। নিজের পরিচয় গোপন রাখতে এখানে আধার, প্যান ও রেশন কার্ড-সহ একাধিক ভারতীয় নথি জাল করেছিল বলেও পুলিশের অভিযোগ। সেই নথির সাহায্য নিয়ে গাড়ি চালানোর লাইসেন্সও তৈরি করে নেয় সে। মধ্যপ্রদেশে সম্প্রতি পাঁচ আফগান নাগরিক গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মীর আহমেদের নাম উঠে আসে। এরপরই তার খোঁজ শুরু করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এরপরই ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় তার নাম বাদ পড়ার তথ্যও তদন্তে উঠে আসে। তবে ঠিক কীভাবে সে জাল নথি তৈরি করিয়েছিল, এই কাজে কারা তাকে সাহায্য করেছে, এই ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে আর কী কী সুযোগ নিয়েছে, তার সব দিক এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তার পিছনে কোনও সংগঠিত অপরাধ চক্র আছে কি না, তা জানতেও তদন্ত চালাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকেরা।

অপরাধ দমনে কোনও সমঝোতা নয়, প্রশাসনের কঠোর নীতির পক্ষে সওয়াল পঞ্চায়েতমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে প্রশাসনের কঠোর নীতির পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বুধবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সমাজ ও রাজনীতিকে অপরাধমুক্ত করতে আইন তার নিজস্ব পথে চলবে এবং প্রয়োজনে উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাতের মতো কড়া প্রশাসনিক মডেল রাজ্যে কার্যকর করা হবে। ২৬-এর নির্বাচনের পর রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ছয় মাসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাঁচটি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের পক্ষ থেকে একাধিক প্রশ্ন তোলা হলেও, সরকার একে অপরাধ দমনের জরুরি পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে। বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রশাসনের দৃঢ় অবস্থানের কথা তুলে ধরে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রয়োজন হলে আরও অনেক কিছুই হবে। শুধু এনকাউন্টার কেন? বুলডোজার চলছে কিনা? পুরো সমাজ, রাজনীতির অপরাধীকরণ হয়ে গেছে। তাকে ঠিকঠাক করতে আইন কাজ করছে, পুলিশ কাজ করছে। বুধবার অপরাধ দমন ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর পুলিশি পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি জানান, অপরাধীদের দমন করতে দেশের অন্যান্য রাজ্য এবং বিশ্বের নানা প্রান্তেই এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়াও বিরোধীদের সমালোচনাকে খণ্ডন করে তাঁর বক্তব্য, যাদের কব্জির জোর নেই তারা করে না। তারা অপরাধীদের সঙ্গে সমঝোতা করে। আমাদের সরকার তা করবে না। পাশাপাশি সমাজমাধ্যমের একাংশ রাজ্যের নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক ধারা নিয়ে চলা চর্চার প্রসঙ্গকে টেনে এনে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ হলে আপত্তি ছিল না, ইউপি হলে কী অসুবিধা? যার অসুবিধা হচ্ছে বাংলাদেশে চলে যাক। বিনা ভিসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। দরজা খুলে দেব। যার অসুবিধা হচ্ছে বাংলায় থাকতে, সে



বাংলাদেশ হলে আপত্তি ছিল না, ইউপি হলে কী অসুবিধা? যার অসুবিধা হচ্ছে বাংলাদেশে চলে যাক। বিনা ভিসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। দরজা খুলে দেব। যার অসুবিধা হচ্ছে বাংলায় থাকতে, সে বাংলাদেশে চলে যাক। ইউপি করব, গুজরাত করব, কারও বাপের হিম্মত থাকলে আটকাক!

বাংলাদেশে চলে যাক। ইউপি করব, গুজরাত করব, কারও বাপের হিম্মত থাকলে আটকাক! মন্ত্রীর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দিলীপ ঘোষের এই বক্তব্যের মাধ্যমে সরকারের সুস্পষ্ট নীতি ও আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। অতীতে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফলের পর ২০২১-এর বিধানসভা এবং ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক আবেগকে হাতিয়ার করে প্রচার চালিয়েছিল বাম-তৃণমূল শিবির। এমনকী ২০২১ সালের পর দলের প্রবীণ নেতা তথাগত রায়ও ভিনরাজ্যের নেতাদের ভূমিকা ও ভাষার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তবে সেই সমস্ত রাজনৈতিক প্রচারকে পেছনে ফেলে ২০২৬ সালে প্রথমবার বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে বিজেপি। সেই সরকার পরিচালনার ছয় মাস পর পঞ্চায়েতমন্ত্রীর এই বক্তব্য স্পষ্ট করে দিল যে, রাজ্যের উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে সরকার তার ঘোষিত নীতিতেই অটল থাকবে।



উত্তর কলকাতার বলরাম দে স্ট্রিটের জগদ্ধাত্রী পুজো। ছবি: অদিতি সাহা

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের পাশে জনপ্রিয় ধাবায় আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবারের অফিসটাইমের ব্যস্ত সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়াল দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট চত্বরে। এদিন সকাল সোয়া আটটা নাগাদ কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের ঠিক পাশেই অবস্থিত জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ 'বচ্চন'স ধাবা'য় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশের এলাকা। আগুনের খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দমকল সূত্রে খবর, এদিন সকাল ৮টা ২২ মিনিট নাগাদ তাঁদের কাছে আগুন লাগার খবর আসে। এই জায়গাটি যেহেতু কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের একদম গা ঘেঁষে অবস্থিত, তাই পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এই আগুন যাতে কোনোভাবেই পাশের দোকান, বহুতল কিংবা মেট্রো স্টেশনের দিকে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেটাই ছিল দমকলকর্মীদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা



হিসেবে এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং গোটা পরিস্থিতির নজরদারি চালায় মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষও। দিনের ব্যস্ত সময়ে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে কালীঘাট রোড ও সংলগ্ন এলাকায় সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়। রাস্তায় ভিড় জমে যাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিশকে। যদিও স্বস্তির বিষয় হল, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কারও আহত হওয়ার বা প্রাণহানির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে ঠিক কী কারণে এই আগুন লাগল, তা আগুন পুরোপুরি নেভার পর খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কলকাতা শহরে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই মাসের শুরুতেই মহাকরণের পিছনে একটি অফিসের বহুতলে আগুন লাগে, যা নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের ১০টি ইঞ্জিনকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। তার কিছুদিন আগেই সাউথ সিটি আবাসনের ২৮ তলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন নেভাতে ৭টি ইঞ্জিন আনতে হয়। এছাড়া, গত সেপ্টেম্বর মাসে চিৎপুরের নবাবপট্টিতে রাসায়নিক ও পোশাকের গুদামে ভয়াবহ আগুন এবং মাস কয়েক আগে নিউমার্কেটের একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে বাংলাদেশি পর্যটকসহ একাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা শহরের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্ন উঠে আসছে।

স্ত্রীর ফোন না ধরা বা খোঁজখবর না নেওয়াকে বধূ নির্যাতন বলা যায় না, স্পষ্ট জানাল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বামী যদি স্ত্রীর ফোন না ধরেন কিংবা পাল্টা ফোন করে সংসারের খোঁজখবর না নেন, তবে সেটাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য কলহ বা অসদাচরণের সূত্রপাত হতে পারে, কিন্তু এই আচরণকে কোনোভাবেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারায় 'নিষ্ঠুরতা' বা 'বধূ নির্যাতন' হিসেবে গণ্য করা যায় না। একটি পারিবারিক বিবাদের মামলায় বুধবার এমনই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই যুক্তিতেই অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলাটি খারিজ করে দেন বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্ত। এই মামলার সূত্রপাত হাওড়ার বাগনান থানা এলাকায়। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে ওই দম্পতির বিয়ে হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ ছিল, বিয়ের পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতেন। শাশুড়ি ও ননদ তাঁকে দিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ করাতেন এবং নাবালক সন্তানের রেশন কার্ড তৈরির জরুরি কাগজপত্র আটকে রাখতেন বলেও দাবি করেন তিনি। এমনকী তাঁকে একাধিকবার বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বাগনান থানায় লিখিত



অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ। অন্যদিকে, হাইকোর্টে স্বামীর পক্ষের আইনজীবী সাবির আহমেদ সওয়াল করে জানান, যে সময়কার কথা বলে এই অভিযোগগুলো আনা হয়েছে, তখন তাঁর মক্কেল গবেষণার (পিএইচডি) কাজে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে থাকতেন। স্ত্রীর সঙ্গে এক ছাদের তলায় তিনি তখন ছিলেনই না। আদালতে স্বামীর আইনজীবীর আরও যুক্তি ছিল, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মূল যে অভিযোগটি আনা হয়েছে, তা হল তিনি স্ত্রীর ফোনের উত্তর দিতেন না।

উল্লেখ্য, এই মামলায় অভিযুক্ত শাশুড়ি ও ননদের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগগুলো হাইকোর্টের অন্য একটি বেঞ্চ আগেই খারিজ করে দেয়। এছাড়াও স্বামীর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগটি মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতাকারীর (মিডিয়েটর) কাছে পাঠানো হলেও সেখানে কোনো সমাধানসূত্র বের হয় নি এবং এরপরে নিম্ন আদালতে মামলার বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত ছিল। বুধবার সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্ত তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের যে কথা বলা হয়েছে, যদিও সেটা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কবে, কোথায় এবং কীভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছিল, তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য ও প্রমাণ সেখানে নেই। এমনকী পণ বা সম্পত্তির দাবিতে কোনো বেআইনি চাপের কথাও উল্লেখ করা হয়নি। এদিন আদালত তাঁর রায়ে স্পষ্ট ভাষায় জানায়, একটি ফোনের উত্তর না দেওয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নির্যাতন চালানো, এই দুটি বিষয় এক নয়। আদালতের বিচারপতির মতে, ফোন না ধরাকে বড়জোর একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল বা অবহেলা বলা যেতে পারে। স্বামী প্রতিবার ফোন না ধরলে সংসারে অশান্তি বা ক্ষোভ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে আইনের চোখে 'নিষ্ঠুরতা' বলে দাগিয়ে দেওয়া যায় না। এই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই এদিন স্বামীর বিরুদ্ধে চলা ফৌজদারি মামলাটি খারিজ করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

৩০০ পড়ুয়ার এক সুর, অযথা হর্নের বিরুদ্ধে কলকাতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অকারণে হর্ন বাজানো ও শব্দদূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে বুধবার কলকাতায় আনুষ্ঠানিক সূচনা হল পিআরএসআই কলকাতা শাখার উদ্যোগে এবং আইআইটি খড়্গপুরের সহযোগিতায় 'অকারণে হর্ন নয়, সংবেদনশীল হোন' অভিযানের। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ জন স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া গান, নাটক ও সৃজনশীল পরিবেশনার মাধ্যমে শব্দদূষণ রোধের বার্তা তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. শারদত মুখোপাধ্যায়, ইনফিনিটি গোষ্ঠীর কর্ণধার তথা অভিযানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্র চামারিয়া এবং বিশিষ্ট তবলাবাদক পণ্ডিত তন্ময় বসু-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পিআরএসআই কলকাতা শাখার সভাপতি সৌম্যজিৎ মহাপাত্র বলেন, আমরা চাই না, এই উদ্যোগ একটি দিনের অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকুক। পড়ুয়ারাই এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বাহক। তাদের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা পরিবার, বন্ধু এবং বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে দিতে চাই।

তিনি জানান, সারা বছর ধরে অভিযান চালানোর পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও



তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। পিআরএসআই কলকাতা শাখার সহ-সভাপতি অনিন্দ্য দাস বলেন, অকারণে হর্ন বাজানো শুধু শব্দদূষণের সমস্যা নয়, এটি নাগরিক দায়িত্ববোধেরও প্রশ্ন। তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করতে পারলে এই সচেতনতা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছবে। অভিযান শুরুর মাত্র ১২ দিনে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রায় ৩৫ লক্ষ এনগেজমেন্ট নথিভুক্ত হয়েছে। প্রথম সাত মাসে ৩০ হাজার পড়ুয়ার কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। স্কুল-কলেজে প্রচার, ডিজিটাল ক্যাম্পেন ও ধারাবাহিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে এই উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বার্তা একটাই; হর্ন বিপদের সতর্কবার্তা, অধৈর্যের প্রকাশ নয়।

সম্পাদকীয়

দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতে এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়

একাধারে স্বার্থান্বেষী মহল থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নিরন্তর বিকৃত প্রচার। যার জেরে দেশের নতুন প্রজন্মের একাংশের মধ্যে তৈরি হচ্ছে নানা বিভ্রান্তি। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস আজ বিপন্ন। সঠিক বিষয়টা কারও কাছে পৌঁছাচ্ছে না। এই প্রবণতা ঠেকাতে এবার আসরে নামল মোদি সরকার। ভারতের বিপুল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও তার নির্ভুল তথ্য এবার আরও সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক। মন্ত্রকের পোর্টালে চালু হল এআই-চালিত স্মার্ট সার্চ প্ল্যাটফর্ম। যেখানে ৬৫ টিরও বেশি ডেটাবেস থেকে তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে খুব সহজেই, তাও আবার একাধিক ভাষায়। এর জন্য কোনও রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত এআই-চালিত একটি স্মার্ট সার্চ প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে মন্ত্রক। এই প্ল্যাটফর্মটি একটি চ্যাটবটের মতো কাজ করবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আর্কাইভ, পাণ্ডুলিপি, মিউজিয়াম, স্মৃতিস্তম্ভ, নানা শিল্পকলা, সংরক্ষণ উদ্যোগ থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের প্রচারের মতো নানা বিষয়ে ৬৫টিরও বেশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করে সংস্কৃতি মন্ত্রক। তবে এই মুহূর্তে তথ্যগুলি নানা সিস্টেমে ছড়িয়ে থাকায়, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। তাই এই সব তথ্য এক ছাতার তলায় এনে একটি এআই-চালিত সার্চ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মন্ত্রকের সমস্ত ডিজিটাল তথ্যকে এক জায়গায় জুড়েছে এই ব্যবস্থা। জাতীয় ভাষা অনুবাদ উদ্যোগের সাহায্য নিয়ে তৈরি এই সিস্টেম ভারতের ২২টি ভাষায় পাওয়া যাবে। যেহেতু এই প্ল্যাটফর্ম কথা বলতে ও শুনতেও পারে, ফলে নিরক্ষর ও দৃষ্টিহীনরাও এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারবে। সবমিলিয়ে দেশের একেবারে প্রান্তিকস্তরেও এটি সহজেই পৌঁছে যাবে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে দেশের সংস্কৃতি যখন বিপন্ন তখন এই রকম একটি অভিনব উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি সবমহল। দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা তৈরিতে এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

শব্দছক ৩১৬

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. রজ্জু ২. আগুনের উত্তাপ ৫. উড়ন্ত সাদা পাখির ঝাঁক ৬. কপট ৭. প্রবাল ৯. শিব-দুর্গা ১১. অতি সামান্য-সামান্য ভাব ১৩. চন্দ্রিমা ১৬. যাত্রী সাধারণের জন্য ১৮. রাত্রি ১৯. প্রহার ২০. নিশানা ২১. মুখ ২২. জেলখানা

ওপর-নিচ: ১. গোষ্ঠীপ্রধান ২. বিষ ৩. ব্যাঙ্ক গ্রাহকের নিজস্ব আয়ত্তে গচ্ছিত রাখা সম্পদের নির্দিষ্ট স্থান ৪. সন্ধ্যায় ফোটা এক ফুল ৬. হেয় বা ক্ষীণ করা ৮. রক্তের বউ ১০. দুয়ারে রাখা পা মোছার জিনিষ ১২. সহিষ্ণুতা ১৩. অমঙ্গলকারী নিষ্ঠুর প্রাণ ১৪. আর্থিক সম্পদ ১৫. রুধির স্রোত ১৬. সত্যের পক্ষে যুক্তি সাপেক্ষে উত্থাপন ১৭. নদী বা সমুদ্রের তট

সমাধান ৩১৫ — পাশাপাশি: ১. অসম্ভব ৪. ট্রাম ৬. নিত্য ৭. নতুবা ৯. কুফু ১০. হিতৈষী ১১. রক্তমল ১২. অকাতর ১৪. কুমফু ১৫. বিশ ১৬. ললনা ১৭. বাহা ১৮. নগ ১৯. শনিবার

ওপর-নিচ: ১. অ-নির্ভর ২. সত্য ৩. বনফুল ৫. মনীষী ৮. বাহিরীকাশ ৯. কুমড়োফুল ১২. অবিনাশ ১৩. রত্নহার ১৪. কুজন ১৭. বাবা

আজকের দিন



■ ২০১০ — ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইউরোপের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ঢাল স্থাপনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

■ ২০২৩ — ভারতে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে হারিয়ে জয়লাভ করে।

জন্মদিন



ইন্দিরা গান্ধি

১৯১৭ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিন।*

১৯২৮ *বিশিষ্ট কুস্তিগীর দারা সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সানি দেওলের জন্মদিন।*

বিধানসভার পর শহর দখলের অভিযান বিজেপির

কণাদ দাশগুপ্ত



বিধানসভা দখল হয়েছে, এ বার লক্ষ্য শহরের রাজনৈতিক দুর্গ। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিজেপির সামনে কলকাতা ও হাওড়ার পুরসভা দখল এখন শুধু নির্বাচনী লক্ষ্য নয়, নতুন রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। অন্য দিকে, দীর্ঘদিনের ক্ষমতাকেন্দ্র হারিয়ে তৃণমূলের সামনে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও সাংগঠনিক শক্তি প্রমাণের কঠিন পরীক্ষা। বিধানসভায় ২০৭ আসনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপিকে সরকার গড়ার অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সেই রায় শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে কার্যকর হয়েছে কি না, তার উত্তর এখনও অজানা। পুরভোটেই বোঝা যাবে, ক্ষমতার পরিবর্তন কতটা গভীরে পৌঁছেছে এবং তৃণমূলের পুরনো রাজনৈতিক ভিত কতটা অক্ষত রয়েছে। তাই এই নির্বাচন কাউন্সিলর বেছে নেওয়ার লড়াইয়ের চেয়ে অনেক বেশি;এটি বাংলার নতুন রাজনৈতিক মানচিত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

কলকাতা ও হাওড়ার পুরসভা দীর্ঘদিন তৃণমূলের রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। এই দুই শহরের পুর প্রশাসন শুধু নাগরিক পরিষেবা পরিচালনার প্রতিষ্ঠান ছিল না, স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরি, সংগঠন ধরে রাখা এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারেরও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। কাউন্সিলরদের মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ায় যে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছিল, তা বিধানসভা নির্বাচনের পর কতটা কার্যকর রয়েছে, সেটাই এখন তৃণমূলের কাছে বড় প্রশ্ন। পুরসভা হাতছাড়া হলে শুধু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নয়, শহরের রাজনীতিতে সংগঠনের দৈনন্দিন প্রভাবও খর্ব হতে পারে। ফলে তৃণমূলের কাছে এই নির্বাচন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রথম বড় সুযোগ।

বিজেপির রাজনৈতিক অঙ্ক অবশ্য আলাদা। বিধানসভা নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের পক্ষে যে জনমত তৈরি হয়েছিল, তাকে পুরভোটে কাজে লাগানোই এখন দলের লক্ষ্য। কিন্তু বিধানসভা ও পুরভোটের চরিত্র এক নয়। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী, সরকার এবং রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুখ্য হলেও পুরভোটে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা, স্থানীয় সংগঠন এবং নাগরিক সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বড় ভূমিকা নেয়। ফলে রাজ্যজুড়ে বিজেপির জয়ের হাওয়া থাকলেও কলকাতা ও হাওড়ার প্রতিটি ওয়ার্ডে সেই হাওয়া সমান শক্তিতে বইবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। বিজেপির কাছে আসল পরীক্ষা এখানেই;রাজ্যজয়ের রাজনৈতিক আবেগকে ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচনী শক্তিতে পরিণত করা।

এই প্রেক্ষাপটে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করার সিদ্ধান্ত এবং হাওড়ায় ৫০ থেকে ৬৮টি ওয়ার্ড করার প্রক্রিয়া নির্বাচনী সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। জনসংখ্যার পরিবর্তন ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের যুক্তি সামনে রাখা হলেও বিরোধীদের অভিযোগ, ওয়ার্ডের সীমানা বদলের মধ্যে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ শহরের নির্বাচনে কয়েকশো ভোটের ব্যবধানও অনেক সময় ফল নির্ধারণ করে। নতুন ওয়ার্ড মানে নতুন প্রার্থী, নতুন সামাজিক সমীকরণ এবং নতুন করে রাজনৈতিক সংগঠন সাজানোর সুযোগ। ফলে পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটি নিছক প্রশাসনিক নয়, এর সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে নির্বাচনী রাজনীতি।

আদালতের হস্তক্ষেপও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে জটিল করেছে। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি এবং নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারির আইনি বাধা কাটানো এখন জরুরি। তার উপর ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সূচি পিছিয়ে যাওয়ায় নির্বাচন কবে হবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সময় যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতির সুযোগ। বিশেষত বিজেপির কাছে বিলম্ব সংগঠন বিস্তারের অতিরিক্ত সময় দিতে পারে। অন্য দিকে, তৃণমূলের কাছে এই সময় নিজেদের পুরনো সংগঠন পুনর্গঠন এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক ভাঙন ঠেকানোর সুযোগ।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন না হলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হবে। তাঁদের মধ্যে বিজেপির লোকজনও থাকবেন। রাজনৈতিকভাবে এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য যথেষ্ট। এত দিন যে পুরসভাগুলিতে তৃণমূলের কাউন্সিলর ও স্থানীয় নেতৃত্বের প্রভাব ছিল, সেখানে প্রশাসনিক স্তরে নতুন প্রতিনিধিত্ব তৈরি হলে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলাতে পারে। বিজেপি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক পরিষেবার পাশাপাশি ওয়ার্ডে নিজেদের রাজনৈতিক উপস্থিতি দৃঢ় করতে চাইবে। তবে মনোনীত কো-অর্ডিনেটর কখনও নির্বাচিত কাউন্সিলরের গণতান্ত্রিক বিকল্প হতে পারেন না। প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং জনসমর্থনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেই সীমারেখা অতিক্রম করলে নতুন সরকারের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠতে পারে।

তৃণমূলের জন্য বিপদ অন্য জায়গায়। ক্ষমতা হারানোর পর দলের স্থানীয় নেতাদের একাংশ নতুন ক্ষমতাকেন্দ্রের দিকে ঝুঁকতে পারেন। দীর্ঘদিন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সুবিধার সঙ্গে যুক্ত থাকা সংগঠনের একাংশ ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান বদলালে তৃণমূলের ওয়ার্ডভিত্তিক কাঠামো দুর্বল হতে পারে। তবে দলটির পুরনো সামাজিক যোগাযোগ এবং স্থানীয় নেতৃত্বের পরিচিতিকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। বিধানসভায় পরাজয় মানেই কলকাতা ও হাওড়ার প্রতিটি ওয়ার্ডে তৃণমূলের জনভিত্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নয়। বিজেপিকে এই বাস্তবতা মাথায় রেখেই প্রার্থী ও সংগঠনের পরিকল্পনা করতে হবে।

এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়াও পুরভোটের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কোন ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন হবে, বাদ পড়া ভোটারদের আপিলের নিষ্পত্তি কত দ্রুত হবে এবং প্রত্যেক যোগ্য ভোটারের ভোটাধিকার কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের সম্ভাবনা রয়েছে। ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও পক্ষের অভিযোগ থাকলে তার স্বচ্ছ নিষ্পত্তি জরুরি। কারণ নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে অবাধ ভোটের পাশাপাশি প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের অংশগ্রহণের উপর। এই লড়াইয়ে বাম ও কংগ্রেসের ভূমিকাও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তারা কতটা সংগঠিতভাবে লড়াইয়ে নামে এবং বিরোধী ভোটের সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলে, তার উপর কয়েকটি ওয়ার্ডের ফল নির্ভর করতে পারে। তবে মূল রাজনৈতিক সংঘাত যে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যেই, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ কম।

আসলে পুরভোটের ফল শুধু কলকাতা ও হাওড়ার পুর প্রশাসনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না। তা জানিয়ে দেবে, বিধানসভায় ক্ষমতা হারানোর পরও তৃণমূল শহরের রাজনীতিতে কতটা শক্তিশালী এবং ক্ষমতায় এসে বিজেপি কত দ্রুত নিজেদের সাংগঠনিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। বিজেপির কাছে এটি জয়ের ধারাবাহিকতা প্রমাণের লড়াই, তৃণমূলের কাছে পরাজয়ের অভিঘাত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর পরীক্ষা। বিধানসভায় রাজদণ্ড বদলেছে। এ বার শহরের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কার হাতে যায়, সেটাই দেখার।

ফেসবুকের রঙিন আলোয় পাঠক তুমি পথ হারিয়েছ!

স্বপনকুমার মণ্ডল



শীত এলেই বাঙালির মেলার সেরা বইমেলা হাতছানি দেয়। জেলাশহর থেকে ব্লক স্তরেও গর্বিত বিস্তার। এবার আবার কলকাতার আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলার পঞ্চাশ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণ জয়ন্তীর আয়োজন ইতিমধ্যেই বইপ্রেমীদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। তার উপরে নতুন সরকারের আগমনে বইমেলায় তার আবির্ভাব হয়ে ওঠে কিনা,তা নিয়েও যথেষ্ট কৌতূহল জারি আছে। অন্যের বইয়ের সঙ্গেই বাঙালির বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবন। সেখানে বাঙালিমাত্রেই পাঠকের গৌরব আত্মশ্লাঘাবোধ আছে অনেকের। আসলে

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সর্বাধিক জনপ্রিয় শব্দের একটি হল 'বই'। শব্দের সঙ্গে অর্থের যেমন, শিক্ষার সঙ্গে বইয়ের তেমন হরগৌরীয় সুসম্পর্ক। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সহজতর মাধ্যম হল বইপড়া। আজও তার বিকল্প নেই। শুধু 'আধুনিকযুগেই নয়, প্রাচীনকালেও বইয়ের আভিজাত্যে টান পড়েনি। 'আমাদের শিক্ষা' গ্রন্থের 'বইপড়া' ('সবুজ পত্র', শ্রাবণ ১৩২৫) প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরি ন্যায়দর্শনের 'সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার' বাৎসায়নের কামসূত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার হাল আমলের বই পড়ার হদিস দিয়েছেন। আবার ইন্টারনেটের যুগে সস্তা জনপ্রিয় গণমাধ্যমের রঙিন হাতছানিকে উপেক্ষা করেও বইয়ের অপরিহার্যতার বিকল্পের যথার্থ সন্ধান এখনও মেলেনি। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-আঙ্গিকে বইয়ের বৈচিত্রময় উপস্থিতি শুধুমাত্র শিক্ষা দীক্ষায় সীমায়িত নয়, চলিষ্ণু জীবনের পাঠশালায় সর্বদাই তার প্রাণখোলা আনাগোনা। উপস্থাপিত বিদায়ের পরিধির আধিক্যে ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত নামকরণের প্রবণতায় বইয়ের যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়ার প্রচেষ্টা সহজসাধ্য নয়। তাই মুদ্রিত পৃষ্ঠার একসূত্রে আবদ্ধ অর্থে বইয়ের রকমারি ব্যবহার অর্থাৎ নোটবই থেকে চেকবই (একালের জনপ্রিয় সোস্যাল মিডিয়া ফেসবুকও) সবই দৈনন্দিন জীবনের ছকে বাঁধা বুলির নামান্তর।

বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় কালদর্পিত ভোগবাদী সমাজে ব্যস্ততম জীবনযাত্রার রকমারি রঙিনপত্র পত্রিকায় চাহিদা যোগানের ভারসাম্য বই ও অ-বইয়ের পার্থক্য নিরূপণ বাতুলতা মাত্র। ভক্তির পরকাষ্ঠায় যেমন ধর্মগ্রন্থাদি শালু কাপড়ে আবদ্ধ থাকে আবার আভিজাত্যের মোড়কে অথবা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সদিচ্ছায় তেমনই শো-কেসে বা আলমারিতে শোভাবর্ধন করে ধ্রুপদী সাহিত্য। নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তরঙ্গ বন্ধু, পথ প্রদর্শক, জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার, মানসিক ক্ষুধার অমৃত আহার, জীবনযুদ্ধের ইতিহাস, আনন্দের খনি, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অনুসন্ধানকেন্দ্র, সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার ছক, অনুভূতির অমৃতের আশ্রয়স্থল ইত্যাদি যে নামেই বইকে বিভূষিত করি না কেন, তাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল' বাঁধানো অবস্থায় 'ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া' থাকা নীরব মহাশব্দের সঙ্গে লাইব্রেরিকে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ বই হল সমুদ্রের তলদেশের নীরব মহাশব্দের প্রশান্ত তরঙ্গবিশেষ। আবার প্রমথ চৌধুরী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লাইব্রেরিকে মানসিক হাসপাতাল বলে তাকে স্কুল কলেজের চেয়েও উচ্চস্থানে বসিয়েছেন। যুগরুচির ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে লাইব্রেরিতে পাঠকের টান পড়াকে বই পড়া না-পড়ার বিষয়টির সঙ্গে বইয়ের প্রতি আমজনতার আকর্ষণহীনতার কারণও আলোচনায় উঠে আসে । সমাজের বহু মানুষ এখন অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জমান। অর্থনৈতিক দৈন্যে নিষ্পেষিত। তাই বিশ্ব বই দিবস শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ক্ষীণভাবে দায়সারা গোছের চর্চিত বিষয় হিসাবে আজও প্রতীয়মান হচ্ছে। বইমেলার বহর বাড়লেও মেলা বই পড়ার অবসর বেশিরভাগ কর্মব্যস্ত মানুষেরই মেলে না। তাই বইপ্রাণ মানুষের এই স্মরণীয় দিনটির আবেগের বেগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু 'উত্তরতিরিশ'- এর 'পড়া' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, বই যে আমাদের জীবনে এতবড় জায়গা জুড়ে আছে, তার কারণই তা আমাদের আনন্দ দেয় এবং সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত করে, প্রতিদিনের জীবনকে সুন্দর করে, ভালো করে বাঁচতে শেখায়। ভালো করে বাঁচাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, বই তার অন্যতম উপায় মাত্র। কিন্তু সেই উপায়টি আজও মানুষের সম্বল হয়ে উঠল না।

বর্তমানে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ করা যায়, বইপড়া কমলেও এখন আগের থেকে পত্রপত্রিকা বিশেষকরে খবরের কাগজ পড়ার বহর বেড়েই চলেছে। একেকজন খবরখাদকের এতই নেশা যে, একই দিনে একাধিক খবরের কাগজ পড়ে থাকেন। ফলে তাঁদের বইয়ের পাতা উল্টালেই ঘুম এসে যায়। পত্রপত্রিকার কর্মকর্তারাও এই খবরখাদকের রসদের ভাঁড়ারটি বেশ উপাদেয় করে সাজিয়ে তোলেন। সেজন্য অধিকাংশ পত্রপত্রিকারই লক্ষ্য থাকে পাঠক কোন খবরটা খাবে বেশি। সেই ধরনের খবরই ছাপা হয় সেই পত্রপত্রিকায়। অর্থাৎ অধিকাংশ খবরের কাগজের খবরে সামাজিক দায়ের চেয়ে বিক্রি ও বিজ্ঞাপনের দায়টাই বড় হয়ে উঠেছে। ফলে এখনকার খবরের চমকে চুমুক দিয়ে খবরখাদকের তৃষ্ণা যেমন বেড়ে চলে, তেমনই রসনা পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে হজমের যন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে। তারফলে মননের ক্ষুধা হয় মরে যায়, নয়তো গলাধঃকরণের পর হজম হয় না। এজন্য খবরখাদকদের বইপড়া আর হয়ে ওঠে না। একসময় হয়তো এমন হয়ে যাবে যখন বইও সেই খবরের চমকের বিষয় ও ভাষায় লেখা হবে। এখন তো বলা হচ্ছে, পাঠকের দিকে লক্ষ রেখে বই লিখতে হবে। এই কথাটিই অবইসুলভ। আজ পর্যন্ত কোনো ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠকের অভিরুচিকে লক্ষ করে লেখা হয়নি।

লেখক পাঠক চায়, তার মানে এই নয় যে পাঠকের মনের মতো করে লেখককে লিখতে হবে। লেখক তাঁর মনের তাগিদে লিখবেন এবং পাঠকের মনে সেই তাগিদের উপযোগিতা লেখার মাধ্যমে তুলে ধরবেন। আর তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পাঠকের মনের খোরাকের চাহিদা মাফিক লিখতে গেলেই বইয়ের পসার হয়তো বাড়বে কিন্তু বইয়ের চিরন্তন সমাদর হারিয়ে যাবে। একসময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ দর্শকের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচুর নাটক লিখে মঞ্চসফল হয়েছিলেন । সেই নাটকগুলি তাঁর মৃত্যুর পরেই বিস্মৃত হয়ে যায়। তাই অসুস্থ খবরখাদকের জীবনে বিশ্ব বই দিবসের কোনো প্রভাব পড়ে না। ভোগবাদী জীবনে খবরে কাগজ বা রঙিন পত্রপত্রিকা ভোগের সহায়ক, সেক্ষেত্রে বই তো ভোগের অন্তরায়। তার উপর ছাত্রজীবনে দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহের মতো বছর বছর গাদাগাদা নোট-বই পড়ার হ্যাপা পোয়ানো থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বইপড়ার স্বাদটাই হারিয়ে যায়। তাই এখন কেউ বই পড়ছে শুনলেই অনেকের মনে ছাত্রছাত্র ভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ এখনও বইপড়া ছাত্রজীবনেই আটকে আছে। সে বন্ধন শিথিল হওয়ার চেয়ে এখন যেন আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। কোকিলকে বলা হয় বসন্ত-সখা। তাহলে পাঠককে কী বই-সখা বলা যেতে পারে? পারে না। পাঠকের বৈচিত্র আছে, কোকিলের কুহুতে ভেদ নেই। ফলে পাঠক বই-সখা বা বই-সই হয়েও উঠেনি। আবার বই বৈষয়িক সম্পদও নয়। ফলে পাঠকের খাসতালুকে বই হয় অতিযত্নের সংরক্ষণে অকেজো হয়ে রয়েছে, নয় অবহেলার শিকার হয়ে ধূলায় মলিন হয়ে উঠেছে। তাই বিশ্ব বই দিবসের আলোয় বই ও পাঠকের হরগৌরীসুলভ মিলনদৃশ্যটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। তারচেয়ে রঙিন গণমাধ্যমের আকর্ষণে আবাল-বৃদ্ধ- বণিতার ছবিটা বেশ সমুজ্জ্বল। প্রমথ চৌধুরী শিল্প-সাহিত্যের গণতন্ত্রীকরণের প্রতি খেদ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা যায়, শিল্প-সাহিত্যের গণতন্ত্রীকরণের পাশাপাশি আশ্চর্যজনকভাবে বইপড়ায় গণতান্ত্রিকতা লক্ষ করা যায় না। যেভাবে অনেকের মধ্যে শিল্পী-সাহিত্যিক হওয়ার জোয়ার এসেছে, সেভাবে বইপ্রেমীর সংখ্যা বাড়েনি। অথচ বইয়ের সুস্থজীবনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে অসুস্থ খবরখাদকদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাইশ্চবিশ্বশ্চবইশ্চদিবসের 'আলো বইয়ের ঘরে পৌঁছাতে পারে না। যদি পারত, তাহলেই বুকের (Book-এরও) যথার্থ স্থান হতো বই-এ। তার বদলে একালে নখদর্পণে বিশ্বদর্শনের মতো আঙুলের ডোগায় ফেসবুকের সহজ, সুলভ ও চিত্তাকর্ষক বর্ণরঙিন আলোর হাতছানিতে বইয়ের পাঠকের ঠাঁই নেওয়াটা অস্বাভাবিক নয়! কেননা ফেসবুকের অবারিত দ্বার, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ও ছড়িয়ে দেওয়ার অনন্ত হাতছানি বইয়ের সচেতন পাঠককেও মোহাচ্ছন্ন করে তোলে! তখন বঙ্কিমী ভাষায় লক্ষ্যভেদী প্রশ্ন জেগে ওঠে, 'ফেসবুকের রঙিন আলোয় পাঠক তুমি পথ হারিয়েছ?'

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

ক্ষণিকেই রঙিন জীবন, অনন্তের সৌরভ। ফুলের সৌরভ, সোনালি সকাল সবই ক্ষণকালের। আকাশ অস্থির, সমুদ্র সচল। জীবনেও ইচ্ছেপূরণের রূপকথা হতে চাই।

কৌট-জ্ঞানকৌট



প্রথমে বিদেশি এজেন্টরা আমাদের টার্গেট করে। আর তারপর আমাদের নিজেদের লোকই বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের টার্গেট করে। বিদেশে আমাদের দেশকে খাটো করেছেন রাহুল গান্ধী।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, মুখ্যমন্ত্রী, অসম

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বৈঠক, দ্রুত কাজ শুরুর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর



নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ দ্রুত শুরু ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই মাস্টার প্ল্যানের কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এই বৈঠক। ঘাটালের মহকুমাশাসক অনন্য জানা, ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উঠে এসেছে, দ্রুততার সঙ্গে পাঁচটি স্লুইস গেট নির্মাণ। শুকচন্দ্রপুরে ৪টি স্লুইস গেট, চাওলিতে ১টি স্লুইস গেট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার নদীবাঁধের কাজ করা হবে। এই কাজের জন্য ১১টি বিদ্যুতের খুঁটি অন্যত্র সরানোর প্রয়োজন হবে। কাজ চলাকালীন সাধারণ মানুষের যাতে কোনওরকম অসুবিধা বা ক্ষতি না-হয়, সেই বিষয়টিও বিশেষ ভাবে আলোচনায় উঠে আসে। পাশাপাশি দ্রুত কাজ শুরু করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট জানান, মাস্টার প্ল্যানের কাজ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও ক্ষতি না-হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে। এটি একদিনের কাজ নয়। আগামী চার বছরের মধ্যে ঘাটালের মানুষকে বন্যার দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যেই এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। দীর্ঘদিনের বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আশায় এখন ঘাটালবাসীর নজর মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়নের দিকে।

প্রাথমিক শিক্ষার হাল ফেরাতে কড়া বার্তা চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এবার সরেজমিনে স্কুল পরিদর্শনে নামলেন হুগলি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মধুসূদন বাগ। আর স্কুলে স্কুলে ঘুরে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র দেখে রীতিমতো বিস্মিত তিনি। কোথাও পরিকাঠামোগত সমস্যা, কোথাও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নিয়ে গাফিলতির অভিযোগ, আবার কোথাও নিয়মিত উপস্থিতির খাতা পূরণ না-করার মতো গুরুতর বিষয় সামনে এসেছে। বিশেষ করে আরামবাগ ব্লকের বামসা আমরেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে।

বুধবার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে স্কুলগুলির সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান। স্কুলের পরিকাঠামো, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা, বিদ্যুৎ পরিষেবা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, মিড ডে মিলের খাবারের গুণগত মান থেকে শুরু করে নিয়মিত পঠনপাঠন, প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করেন তিনি। শুধু কাগজে-কলমে নয়, সরাসরি শ্রেণিকক্ষে ঢুকে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এবং শিক্ষকদের কাছ থেকেও স্কুলের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে জানতে চান।

পরিদর্শনে গিয়ে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি নজরে এসেছে, তা হল অধিকাংশ স্কুলেই প্রতিদিনের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হিসাব নিয়ম মেনে রেজিস্টার খাতায় নথিভুক্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ।সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে আরামবাগ ব্লকের বামসা আমরেল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঘিরে। অভিযোগ, ওই স্কুলে শিক্ষকদের নিজেদের উপস্থিতি ও স্বাক্ষর নিয়মিত নথিভুক্ত করা হলেও পড়ুয়াদের প্রতিদিনের উপস্থিতি রেজিস্টারে তোলা হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে হুগলি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মধুসূদন বাগ বলেন, 'স্কুলের শিক্ষকরা চেষ্টা করছেন। গ্রামের দিকে স্কুল হওয়ায় অনেক ছাত্রছাত্রী নিয়মিত স্কুলে আসে না। ফলে অনেক পড়ুয়ার সঠিকভাবে বিকাশ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। আমি ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেছি। স্কুলের যে সমস্ত ত্রুটি রয়েছে, সেগুলি সংশোধন করতে হবে। প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি রেজিস্টার খাতায় তোলা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু অনেক স্কুলে সেই কাজ নিয়মিত হচ্ছে না। এটা আগের সরকারের আমলে একটা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল। সেই সংস্কৃতি বদলাতে হবে। বর্তমান সরকার সঠিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী।'

অন্যদিকে, বামসা আমরেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঝন্টু বাগ বলেন, চেয়ারম্যান সাহেব স্কুলে এসেছেন। ক্লাসে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। উপস্থিতির খাতা নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। স্কুলের কিছু কাজের জন্য নিয়মিত তা করা হয়নি। তবে প্রার্থনার সময় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা গণনা করা হয়। প্রধান শিক্ষকের এই বক্তব্য ঘিরেও প্রশ্ন উঠছে।



ভদ্রেশ্বর ষষ্ঠীতলা সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।



চন্দননগর বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গা প্রতিমা।

সাপের কামড়ে মৃত্যু সর্পপ্রেমীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সাপের কামড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা প্রকৃতিপ্রেমী রাহুল প্রতিহারের। মনসা পুজোয় সাপের খেলা ঝাঁপান উৎসবে



আগে মঙ্গলবার বিকেলে পুজোর ঘট নিয়ে আসার সময় কয়েকটি বিষধর সাপ নিয়ে খেলা দেখাচ্ছিল রাহুল। সেই সময় একটি গোখুরে সাপ তার ডান হাতে ছোবল মারে। পরিবারের লোকজন তাকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়।



চন্দননগর বড় দিঘির ধার সর্বজনীন জগতে প্রতিমা। ছবি: বনস্পতি দে



চন্দননগর সাত ঘাট সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।

৫৪ বছরে দে পরিবারের জগদ্ধাত্রী পুজো



নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: স্বপ্নাদেশে শুরু হয়েছিল পুজোর। দেখতে দেখতে সেই পারিবারিক পুজো পা দিল ৫৪ বছরে। উখড়া গ্রামের বাজপাই মোড়ে দে পরিবারের জগদ্ধাত্রী পুজো এখন শুধু পরিবারের ধর্মীয় আয়োজন নয়, এলাকার মানুষের কাছেও এক পরিচিত আবেগ ও ঐতিহ্যের নাম।

১৯৭৩ সালে প্রয়াত শিল্পপতি বলরাম দের হাত ধরে এই পুজোর সূচনা। কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ পেয়েই তিনি পরিবারে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। প্রথম দিকে মায়ের প্রতিকৃতির সামনে পুজো করা হতো। পরে ১৯৭৮ সালে স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করে মাটির প্রতিমা এনে পুজোর প্রচলন শুরু হয়। সেই থেকে নিষ্ঠা ও পরম্পরা মেনেই চলে আসছে পুজো।

দে পরিবারের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মধ্যেও রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য প্রতিমার তুলনায় এই প্রতিমার সাজ ও গড়ন কিছুটা আলাদা। মায়ের দু'পাশে শোভা পায় দুটি সুদৃশ্য পরী, যা প্রতিমার সৌন্দর্যে যোগ করে এক অন্য মাত্রা। অন্যান্য জায়গায় জগদ্ধাত্রী পুজো চার দিন ধরে অনুষ্ঠিত হলেও দে পরিবারে পুজোর আয়োজন দু'দিনের। পঞ্জিকা মেনে বুধবার একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর পুজো সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার দশমীর পুজোর পর হবে প্রতিমা নিরঞ্জন। নবমী তিথিতে বাড়িতে বিশেষভাবে আয়োজন করা হয় কুমারী পুজোর। পাশাপাশি দুপুর ও রাতে থাকে ভোজের আয়োজন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব হল, যাবতীয় আয়োজনের মূল দায়িত্ব সামলান পরিবারের মহিলারাই।

পুজো পারিবারিক হলেও তার আনন্দ আটকে থাকে না পরিবারের চার দেওয়ালের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে আত্মীয়-স্বজন, সকলেই অংশ নেন এই উৎসবে। দু'দিন ধরে দে পরিবারের বাড়ি হয়ে ওঠে এক মিলনক্ষেত্র। ধর্মীয় আচার, পারিবারিক পরম্পরা আর সামাজিক সম্প্রীতির মেলবন্ধনে ৫৪ বছরের এই জগদ্ধাত্রী পুজো আজও উখড়ার বাজপাই মোড়ে বহন করে চলেছে এক নিজস্ব ঐতিহ্য।

জয়রামবাটি মেতেছে জগদ্ধাত্রী পুজোয়



নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সারদা মায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটি মেতে উঠেছে জগদ্ধাত্রী পুজোয়। সারদা দেবীর মা শ্যামাসুন্দরী দেবী স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলেন বলে কথিত আছে। এই পুজোর সঙ্গে শুরু থেকে জড়িয়ে ছিলেন সারদা। পরবর্তীতে সারদা মায়ের জন্মস্থানে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা হলে জগদ্ধাত্রী পুজো আয়োজনের দায়িত্ব নেয় মন্দির কর্তৃপক্ষ। স্বাভাবিক ভাবেই এই পূজা দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন। এই পূজা ঘিরে পর্যটকরাও জয়রামবাটি আসেন।

সিউড়ি থেকে এসেছিলেন এক চিকিৎসক দম্পতি রতন ব্যানার্জি ও প্রভাতী ব্যানার্জি। তাদের বক্তব্য, সারা বছর ছুরিকাঁচি নিয়েই কেটে যায়। তাই দুই মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে মনঃসংযোগ বাড়াতে প্রতিবছর এখানে আসেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর ধারা ১০২-এর অধীনে)

প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পার্সোনাল গ্যারান্টার শ্রী অজয় কোঠারির পাওনাদারদের অবগতির জন্য

	প্রাসঙ্গিক বিবরণ
১. পার্সোনাল গ্যারান্টার (পিজি)-এর নাম	শ্রী অজয় কোঠারি
২. পিজি-এর বাসস্থানের ঠিকানা	২৩এ/২১৬এ, রামতনু লাহিড়ী সরণী নিউ আলিপুর এসবিআই ব্রাঞ্চের বিপরীতে, ব্লক জে, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
৩. কর্পোরেট দেনাদারের নাম ও ঠিকানা যাকে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল	প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড যার নিবন্ধিত ঠিকানা ৫, সুতারকিন স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৭২-এ অবস্থিত।
৪. অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির আদেশের বিবরণ	মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ১৬/১১/২০২৬ তারিখে **(১৭.১১.২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত আদেশ)** CP(IB)/147/KB/ 2026- IA 1132/KB/2026 অনুযায়ী প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পার্সোনাল গ্যারান্টার **শ্রী অজয় কোঠারির** বিরুদ্ধে ইনসোলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া স্বীকার করেছে।
৫. আইবিসি, ২০১৬-এর অধীনে পিজি-র বিষয়ে ইনসোলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৬/১১/২০২৬
৬. রেজোলিউশন প্রফেশনালের নাম এবং নিবন্ধন নম্বর	ভিকি ড্যাং নিবন্ধন নং IBBI/IPA-003/IP-N00359/2021-22/13763
৭. বোর্ডে নিবন্ধিত রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল	বি-৪১, ২য় ফ্লোর, গঙ্গারাম বাটিকা, বিষ্ণু গার্ডেন পার্ট-I, নিউ দিল্লি - ১১০০১৮ ইমেইল - VIKKYDANG@GMAIL.COM
৮. রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করার ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানা - বি-৪১, ২য় ফ্লোর, গঙ্গারাম বাটিকা, বিষ্ণু গার্ডেন পার্ট-I, নতুন দিল্লি - ১১০০১৮ ইমেইল **PG.PMAAPL@GMAIL.COM**
৯. দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১০/১২/২০২৬
১০ প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি এখানে উপলব্ধ	**ওয়েব লিঙ্ক** https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল আইবিসি, ২০১৬-এর ধারা ১০০-এর অধীনে ১৬/১১/২০২৬ তারিখে (১৭/১১/২০২৬ তারিখে প্রাপ্ত আদেশ) **শ্রী অজয় কোঠারির** একটি ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে।
এতদ্বারা **শ্রী অজয় কোঠারির** পাওনাদারদের ৮ নং এন্ট্রির বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজোলিউশন প্রফেশনালের কাছে ১০/১২/২০২৬ তারিখে বা তার আগে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। পাওনাদাররা ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড চিঠির মাধ্যমে প্রমাণ এবং ব্যক্তিগত তথ্য সহ তাদের দাবি জমা দেবেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা আকর্ষণ করা হবে।

স্বা/-
ভিকি ড্যাং
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
নিবন্ধন নং IBBI/IPA-003/IP-N00359/2021-22/13763

তারিখ : ১৯/১১/২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪ শেক্সপিয়র সরণী, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

[পরিশিষ্ট IV-A]
[রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলী দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক / প্রতীকী দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, সিকিউরড পাওনাদারদের অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য **২১.১২.২০২৬** তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২১.১২.২০২৬ তারিখে নিলাম করা হবে এমন সম্পত্তিগুলির বিবরণ (১৫ দিনের নোটিশ) নীচে দেওয়া হল।

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম	ক) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম খ) অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
১	**বর্ধমান**	ক) **ঋণগ্রহীতা** - মা মনসা প্যাডি অ্যান্ড রাইস সাপ্লায়ার্স **সোল প্রোপ্রাইটর :** শ্রী দেবাশিস পান্ডে **বন্ধকদাতা :** শ্রী বিশ্বজিৎ রায় (প্রয়াত বন্ধকদাতা কল্পনা রায়ের ছেলে) শ্রীমতী মেরুনা দাস (রায়) (প্রয়াত বন্ধকদাতা কল্পনা রায়ের মেয়ে) খ) ২৫৯৬৫৫১০০০০০০৪৬	১৯৯০ সালের ডিড নং-১-৬০৫, আর.এস. প্লট নং ৬৫৭৯ এবং এল.আর. প্লট নং ৫০৪০, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৫০/৮, হোল্ডিং নং-৩৭, ওয়ার্ড নং - ৩৪-এর অন্তর্ভুক্ত এবং অংশ গঠনকারী ০.০৩৮ একর পরিমাপের সমস্ত জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন সহ, যা ডিএসআর এবং এডিএসআর বর্ধমান, থানা- বর্ধমান সদর, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গের অধীনে মৌজা - রাধানগর, জেএল নং - ৩৯-এর মধ্যে অবস্থিত, সেই সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : পূর্বে - হরি মতি কুণ্ডুর দোতলা আবাসিক ভবন, পশ্চিমে - রাধা গোবিন্দ কুণ্ডুর আবাসিক ভবন, উত্তরে - রাধা গোবিন্দ কুণ্ডুর আবাসিক ভবন, দক্ষিণে - ১৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল মেটাল রোড।	১) ২২.০৪.২০১৪ ২) ২৫.০৪.২০২৩ ৩) ৩০.০৯.২০১৩ তারিখ অনুযায়ী ৩৭,৬৪,০৪৬.০০/- **টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার ছেচল্লিশ টাকা), এবং তার সাথে ৩০.০৯.২০১৩ থেকে কার্যকর আরও সুদ সহ।	১)২৯,৮৬,২৩৬/- টাকা ২) ২,৯৮,৬২৪/- টাকা ৩) ১০,০০০/- টাকা

বিড নথিতে উপস্থিত শর্তাবলীর সারসংক্ষেপ
১. নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd.-এর মাধ্যমে https//baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে বিক্রয় হবে, যা ইউনিট ১, ৩য় ফ্লোর, VIOS টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াদালা ইস্ট, মুম্বই - ৪০০০৩৭-এ অবস্থিত।
২. কাজের দিনগুলিতে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত) কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা - ৭০০০১৭, এসআইএমএস হাউস, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১১৫ জিটি রোড, পারবীরহাটা, এসবিআই-এর বিপরীতে, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০৩ থেকে এবং ২০ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত (শনিবার (২য় এবং ৪র্থ), রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনগুলি ব্যতীত) ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং https//baanknet.com/ থেকে বিড নথিগুলি সংগ্রহ করা যেতে পারে।
৩. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সরফায়াসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুযায়ী রুল ৮(৬)-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতার প্রতি একটি বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশও বটে।
৪. আরও বিশদ বিবরণ এবং সাধারণ শর্তাবলী ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in]-এ রয়েছে এবং অথবা উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে হোস্ট করা বিড নথিতেও দেখুন।
৫. কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত অফিসার সংরক্ষণ করেন।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**১৯ ডিসেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত**
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	১১ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৬। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩.০০ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	**২১ ডিসেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর (সিকিউরড পাওনাদার) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.idbibank.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। দায়ভার ব্যাঙ্কের জানা নেই।

তারিখ : ১৯.১১.২০২৬ স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
এলাহাবাদ ALLAHABAD

সাগরদিঘি ব্রাঞ্চ
গ্রাম ও পোঃ - সাগরদিঘি,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন-৭৪২ ২২৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলী দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **শ্রী আশিষ কুমার ভকত (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা),** পিতা রঘুনাথ ভকত, গ্রাম - পোপাড়া উত্তরবাজার, সাগরদিঘি পোঃ এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৬-এর কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর বকেয়া পাওনা **৩১, ০১,২৭১.০০ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ এক হাজার দুইশো একাত্তর টাকা) (বিবি + এমওআই = ১৯,০৬,৪৮২.৫০ টাকা + ১১,৯৪,৭৮৮.৫০ টাকা) এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়ের আদায়ের জন্য **২৩.১২.২০২৬ তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে'', ''যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে'' এবং ''যা কিছু আছে ভিত্তিতে''** বিক্রি করা হবে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রির জন্য অভিপ্রেত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণগুলি নীচে দেওয়া হল :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়ভার চ) দখলের ধরন
১.	ক) **শ্রী আশিষ কুমার ভকত (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা),** পিতা রঘুনাথ ভকত গ্রাম - পোপাড়া উত্তরবাজার, সাগরদিঘি পোঃ এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬। **শ্রী সমীর স্বর্ণকার (জামিনদাতা),** পিতা প্রয়াত দীননাথ স্বর্ণকার গ্রাম - পোপাড়া উত্তরবাজার, সাগরদিঘি পোঃ এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬। **শ্রীমতী রাজকুমারী ভকত (জামিনদাতা),** স্বামী রঘুনাথ ভকত গ্রাম - পোপাড়া উত্তরবাজার, সাগরদিঘি পোঃ এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬। খ) **সাগরদিঘি ব্রাঞ্চ**	**শ্রী আশিষ কুমার ভকত-এর নামে** ২৭.০৮.২০১৫ তারিখের গিফট ডিড নং আই-৩১৩১/২০১৫ অনুযায়ী, জে.এল. নং ৮৮, খতিয়ান নং এলআর ১৬০৯, আরএস ৭০৮৩ দাগ নং আরএস এবং এলআর ২৮৯৮ এবং ২৮৯৯, মৌজা - পোপাড়া, থানা - সাগরদিঘি-এর অধীনে জমি ও তার উপর অবস্থিত ভবন সহ ২.০০ ডেসিম্যাল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির প্রকৃতি বাড়ি ০১ ডেসিম্যাল এবং দোকান ০১ ডেসিম্যাল। **সম্পত্তির সীমানা :** উত্তরে : স্বপন ভকতের সম্পত্তি, দক্ষিণে : পরেশ ভকতের সম্পত্তি, পূর্বে : জুট ভকতের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১২'০" চওড়া মেটাল রোড।	**৩১,০১,২৭১.০০ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ এক হাজার দুইশো একাত্তর টাকা) (বিবি + এমওআই = ১৯,০৬,৪৮২.৫০ টাকা + ১১,৯৪,৭৮৮.৫০ টাকা) এবং তার উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ২৩,২৫,০০০.০০ টাকা (*) (তেইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা) খ) ২,৩২,৫০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30109530443** ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হওয়া উচিত।

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : তারিখ - ২৩.১২.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নিতে বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে কল কর

সিঙ্গুরে ফের শিল্পের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জগদ্ধাত্রী পুজোর আবহে ফের একবার শিল্পের স্বপ্নে বুক বাঁধতে শুরু করল সিঙ্গুর। মঙ্গলবার রাতে সিঙ্গুরের রতনপুরে উদয় সংঘ ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে এসে এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান এবং পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ার জোরালো আশ্বাস দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুজোর মঞ্চ থেকেই তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'সিঙ্গুরে নিশ্চিত একটা কিছু তো করবই।'

২০০৬ সালে টাটার ন্যানো গাড়ি কারখানাকে ঘিরে সিঙ্গুরে যে শিল্পের স্বপ্ন তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনের জেরে তা থমকে যায়। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ



ঘোষিত হয়েছে রাজ্যের নয়া শিল্পনীতি। পাশাপাশি, সিঙ্গুরে ভারী বাণিজ্যিক গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা শুরু হওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার রতনপুরের পুজো মণ্ডপে দাঁড়িয়ে সেই আশাকেই আরও জোরালো করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বেচারামের এলাকায় দাঁড়িয়েই সিঙ্গুরের ভৌগোলিক ও পরিকাঠামোগত সুবিধার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সিঙ্গুর অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি এলাকা। এখানে উর্বর দো-ফসলি, তিন-ফসলি জমির পাশাপাশি রয়েছে জাতীয় সড়ক এবং ডানকুনির মতো শিল্পতালুক। কলকাতা ও গঙ্গার নৈকট্য থাকায় আগামী দিনে এই সিঙ্গুর থেকেই বিরাট শিল্প সম্ভাবনা তৈরি হবে।'

শিল্পের আশ্বাসের পাশাপাশি পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকেও তীব্র আক্রমণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। কারখানার পরিত্যক্ত জমির বর্তমান অবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, 'কারখানার জমিগুলি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেখানে সর্ষের বীজ ছড়িয়ে না-হয়েছে সর্ষে, না-হয়েছে মাছ চাষ। জমির ভেতরে রড-সিমেন্ট ঢুকে থাকায় তার চরিত্রই বদলে গিয়েছে। সিঙ্গুরের বেকার যুবকেরা এখন কর্মসংস্থান ও পরিবেশবান্ধব শিল্প চায়। তাদের সেই স্বপ্ন আমরা পূরণ করব।'

দলের নেতারাই বেনিয়মে লোক ঢোকাচ্ছে, অভিযোগ বিজেপিরই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসার ৬ মাসের মধ্যে এই শিল্পতালুকে বিজেপি নেতারাই বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে বেনিয়ম করে লোক ঢোকানো হচ্ছে। বড়জোড়ার দেজুড়ি মোড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেই বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি গ্রামে বিশুদ্ধ নলবাহিত পানীয় জল দেওয়ার জন্য যে জলধি প্রকল্প চালু করেছেন বুধবার সেই প্রকল্পের গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সাহারজোড়া ২ নং শক্তি প্রমুখ মাধবদাস সিংহ। তার অভিযোগের তীর বিজেপিরই বড়জোড়ার বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহর বিরুদ্ধে। অভিযোগ দলের স্থানীয় নেতৃত্বকে না-জানিয়ে এবং এলাকার বেকার যুবকদের বঞ্চিত করে বাইরে থেকে ৪ জন লোক নিয়োগ করা হয়েছে।

মাধবদাস সিংহ বলেন, 'আমরা কিছু জানলাম না, স্থানীয় গরিব পরিবারের যুবকদের কথা না-ভেবে গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের ভৈরবপুরের ৪ জন ছেলেকে নিয়োগ করা হয়েছে।' সেকারণে এদিন তারা গেট আটকে ওই ৪ জনকে প্রকল্পের ভিতরে ঢুকতে দেননি। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ মণ্ডল বলেন, তাদের বাড়ি বিধায়কের গ্রাম ভৈরবপুরে। ৩ নভেম্বর বিধায়ক তাদের এখানে পাঠিয়েছেন। প্রকল্পের ভিতরে যে ঠিকা সংস্থা জলের বটলিংয়ের কাজ করেন সেখানে কাজে যোগ দেন তাঁরা। এদিন ঢুকতে দেননি। বিদ্যুৎ মণ্ডল বলেন, তাঁরাও তো বড়জোড়া বিধানসভার বাসিন্দা। তা হলে তাঁদের বহিরাগত বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? তাঁদের প্রশ্ন, 'বড়জোড়া শিল্প তালুকে কি কাজ করবে শুধু আশপাশের লোক? আমরা কি তবে ভিনরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে যাব?'

সম্প্রতি বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ৩০ জন অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বড়জোড়া মন্ডল-১ সভাপতি বাপ্পা চন্দ্রাধূর্য। তার রেশ কাটতে না-কাটতেই বিজেপির নেতারাই দলের নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এনিয়ে তৃনমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, জলধি প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। সেই প্রকল্পে বিজেপি নেতারা টাকা লোটার কারখানা ভেবে বসেছেন। তাই নিজেরাই মারপিট করছেন।

সিপিএম নেতা সুজয় চৌধুরী বলেন, সারা রাজ্যে অরাজকতা ও দুর্নীতি গ্রাস করেছে বিজেপির লোকাল নেতা থেকে এমএলএ, এমপি পর্যন্ত। সেকথা বিরোধীদের বলতে হচ্ছে না। বিজেপির লোকেরাই বলছে। বড়জোড়াকে তৃণমূল যেখানে শেষ করে গিয়েছে বিজেপি সেখান থেকে শুরু করেছে। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, জলধি প্রকল্প থেকে শুরু করে সব কলকারখানায় যেভাবে বেনিয়ম করে লোক নিয়োগ হয়েছে বিডিও-সহ সংশ্লিষ্ট সব দফতরে জানতে চাইবো বলে হুঁশিয়ারি দেন সুজয় চৌধুরী। তিনি বলেন, কোন নিয়োগ পদ্ধতি মেনে লোক নিয়োগ হচ্ছে তার সদর্থক জবাব না-পেলে সিপিএম বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

বিধায়ক বিল্লেশ্বর সিংহ বলেন, 'জল প্রকল্পে ৪ জন শ্রমিক যোগ দেয়ার ব্যাপারে ঝামেলা হয়েছে শুনলাম। আমার নাম করে কেউ যোগ দিয়ে থাকলে তো ভালো। আমি কাউকে নিয়োগ সুপারিশ না করেও যদি আমার নাম হয় তা হলে তো বিধায়ক হিসেবে আমার সুনামই হবে। তবে কি ঘটেছে সে বিষয়ে খবর নিচ্ছি।' কোনও অনিয়ম থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান বিধায়ক।

রেশন ব্যবস্থার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সারপ্রাইজ ভিজিট খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনিক বৈঠকের কোনও ডাক না-পাওয়ার অভিযোগ সরাসরি খাদ্যমন্ত্রীকে জানালেন রাজ্য তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা মালদা রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। বুধবার মালদা সফরে এসেছিলেন রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। এদিন দুপুরে মন্ত্রীর আমন্ত্রণে কালেক্টরেট ভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগদান করেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। সেখানেই মন্ত্রীর সামনেই বিধায়ক অভিযোগ করে বলেন, 'নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ডিএম সাহেব আমাদের বৈঠকে ডাকেন না। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা বলতে পারব না। তবে আপনার মাধ্যমেই এই বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে চাইছি।' এমনকি বিগত দিনে বিভিন্ন সরকারের সময় সমস্ত দুর্নীতি ভাঙার আবেদন খাদ্যমন্ত্রীর কাছে জানান তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়।

এদিন সরকারি রেশন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে তৎপরতার কথা জানান খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। বুধবার মালদায় এসে আচমকা রেশন ব্যবস্থার বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সারপ্রাইজ ভিজিট করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। বুধবার সকালে খাদ্য দপ্তরের মালদা জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক অঞ্চলের খেজুরিয়া আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে পৌঁছন তিনি। সেখানে গ্রামবাসীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেশন ব্যবস্থার পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন মন্ত্রী। রেশন দোকান থেকে সরবরাহ করা চালের গুণগত মান নিজের চোখে খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি রেশন কার্ডের শ্রেণি অনুযায়ী উপভোক্তারা নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী পাচ্ছেন কি না, তা



নিয়েও গ্রামবাসীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন মন্ত্রী।

এদিকে দিন দুপুরে কালেক্টরেট ভবনের প্রশাসনিক বৈঠকের পর ৮০ বছর বয়সী ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় শাসকদলের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার মাধ্যমে বিগত দিনের সমস্ত দুর্নীতি ভাঙার আবেদন রাখেন। যদিও এদিন আশ্চর্যজনক ভাবেই তৃণমূলের বর্ষিয়ান নেতা তথা বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় কালেক্টরেট ভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সরাসরি রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর কাছেই বেশ কিছু অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও তৃণমূল বিধায়ক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করে বলেন, নতুন সরকার আসার পর নিচুতলার মানুষদের পাশে থাকছে মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কংগ্রেস থেকে শুরু করে বাম এবং তৃণমূল সরকারের আমলের গত ৮০ বছরের যত দুর্নীতি হয়েছে তা ভাঙার প্রয়োজন রয়েছে।

তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বিগত দিনে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় বন্যা ও ত্রাণের ব্যাপক দুর্নীতি করা হয়েছে। বিধানসভায় আমি বহুবার মুখ খুলেছি। কিন্তু পরবর্তীতে কোনও লাভ হয়নি। তাই এদিন মন্ত্রীর অশোক কীর্তনীয়ার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবেই দুর্নীতি ভাঙার বার্তা দিয়েছি।' এদিন বৈঠক শেষে খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, রেশন ব্যবস্থায় কোনও ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। দুর্নীতির সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে ঘটনাস্থলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এমনকী দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপও করা হবে।

অন্যদিকে, রাজ্যে একের পর এক এনকাউন্টার এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আগে যখন তাঁদের সরকার ক্ষমতায় ছিল, তখন টেবিলের তলে লুকিয়ে থাকত পুলিশ। আর এখন পুলিশ পালটা জবাব দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে বাহবা দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিন রতুয়া তৃণমূল বিধায়কের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে কালীঘাটপন্থী মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ওঁর এতটা বয়স হয়েছে, তবুও নিজের সুবিধা ভোগ করতে এক ইঞ্চিও পিছুপা হচ্ছেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অত্যন্ত কাছের ছিলেন সমরবাবু। অথচ আজ ক্ষমতাচ্যুত হতে কী ভাবে পালটিবাজি দেখাচ্ছেন।

'আমি মায়ের সামনে কাঁদি না, পুজো করি' নাম না-করে কল্যাণকে তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুর্গাপুজো হোক বা কালীপুজো, মায়ের সামনে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কান্নাকাটির দৃশ্য বহুচর্চিত। আর এই আবেগকেই এবার তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি নাম না-করে কল্যাণের পাড়াতেই চণ্ডীপাঠ করে তাঁকে কটাক্ষ করলেন তিনি। সাফ জানালেন, 'আমি মায়ের সামনে কাঁদি না, পুজো করি।'

মঙ্গলবার হুগলির শ্রীরামপুরে গণতান্ত্রিক তৃণমূলের জেলা সভাপতি সন্তোষ সিংয়ের জগদ্ধাত্রী পুজোয় হাজির হন ঋতব্রত। সঙ্গে ছিলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র সহ দলের অন্য নেতৃত্ব। সন্তোষ সিং অতীতে কল্যাণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। রাজনৈতিক পটবদলে তিনি এখন ঋত শিবিরেই ভিড়েছেন। আর ঠিক যে এলাকায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধিপত্য এবং তাঁর ফ্ল্যাট, সেই একই পাড়ায় দাঁড়িয়ে এ দিন চণ্ডীপাঠ করেন বিরোধী দলনেতা।

এ দিন কোন্নগরের স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং চুঁচুড়ার তপন দাশগুপ্তর জগদ্ধাত্রী পুজো ঘুরে সন্তোষের পুজোয় পৌঁছন ঋতব্রত। সেখানে মঞ্চে দাঁড়িয়েই চণ্ডীপাঠের পর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, কেউ মায়ের সামনে কাঁদতেই পারেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, উনি যখন কাঁদেন, তখন মিডিয়া সবসময় উপস্থিত থাকে কী করে? মিডিয়া কি আগে থেকেই জানে কখন উনি কাঁদবেন? আসলে এটা ওঁর 'ক্যালেন্ডার প্রোগ্রাম'। এই পুরনো নাটক মানুষ এখন ধরে ফেলেছে। ঋতব্রত আরও জানান, তিনি নিয়মিত সকালে সূর্য প্রণাম এবং গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেন।

অন্যদিকে, ঋতব্রতর এই চণ্ডীপাঠের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মদন মিত্র। তিনি মন্তব্য করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন চণ্ডীপাঠ করেন, তেমনই বাংলার মানুষ জানুক যে পরিবর্তনের এই লড়াইয়ে বিরোধীদের নেতৃত্ব দেওয়া ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও মায়ের একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর কণ্ঠেও প্রতিটি স্তোত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে শ্রম সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি, উদ্বেগ প্রকাশ চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: পশ্চিম বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চল ও খনি এলাকার শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ এবং বিভিন্ন খনির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার জেলায় এল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শ্রম সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি। কমিটির চেয়ারম্যান নীলাদ্রি শেখর দানার নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল প্রথমে ইসিএলের কেন্দা এরিয়ার নিউ কেন্দা ওপেন কাস্ট প্রজেক্ট (ওসিপি) পরিদর্শন করে। সেখানে খনির উৎপাদন ব্যবস্থা, শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন কমিটির সদস্যরা।

পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন ইসিএলের ডিরেক্টর টেকনিক্যাল গিরিশ গোপীনাথন নায়ার, কেন্দা এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার দিনেশ শর্মা-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। খনি পরিদর্শনের পর প্রতিনিধিদল শীতলপুরের শতাব্দী ক্লাবে পৌঁছলে তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে না থাকলেও কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক পার্থ ঘোষের অনুরোধে সিদুলির চতরাবাদ ভুঁইয়া পাড়ায় যান কমিটির চেয়ারম্যান নীলাদ্রি শেখর দানা। সেখানে ধস কবলিত বাড়িঘর এবং এলাকার সামগ্রিক পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি।



এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নীলাদ্রিশেখর দানা জানান, মূলত কয়লাখনিতে কর্মরত শ্রমিকদের পরিস্থিতি এবং খনির কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতেই তাঁদের এই জেলা সফর। ইসিএল ও শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে খনি পরিদর্শনের পর সিদুলিতে এসে এলাকার ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে তিনি বিস্মিত।

তাঁর কথায়, এখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। যে কোনও মুহূর্তে গোটা এলাকাটি বসে যেতে পারে। এই গুরুতর পরিস্থিতির কথা তিনি এদিনই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানাবেন বলেও জানান কমিটির চেয়ারম্যান।

জগদ্ধাত্রী প্রতিমায় উঠে এল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট



নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বুধবার জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন হাওড়ার অন্যতম ব্যস্ত জনপদ বাগনান এলাকাতে ও দেখা গিয়েছে থিমের পুজো। বাগনান থানা এলাকায় শতাধিক জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গিয়েছে। যার মধ্যে প্রচুর থিম নির্ভর পুজো ও রয়েছে। তেমনই একটি পুজোর প্রতিমার কাঠামোতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উঠে আসায় দর্শকদের মধ্যে দেখা গিয়েছে তুমুল উৎসাহ। পুজোটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে খালোড় বীণাপাণি সংঘের উদ্যোগে। এখানে পুজোর উদ্যোক্তারা বিগত সরকারের সন্ত্রাস ও তার থেকে মুক্তির পর এলাকায় স্বস্তির আবহ উঠে এসেছে -এই থিমকে সামনে রেখে প্রতিমা উপস্থাপন করেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক ব্যানার্জির আদলে যেমন তৈরি হয়েছে মডেল, তেমনই মডেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে অত্যাচার। আবার তা পরিবর্তন করে হাজির হয়েছেন দেবী জগদ্ধাত্রী। এছাড়া দেবীর পাশে রয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি। আর এখানেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন দর্শকরা। উল্লেখ্য তৃণমূল শাসনে খালোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের জানা পাড়া,দাসপাড়া এলাকাতে ও ভয়ের আবহ ছিল। এখন তা সরে গিয়েছে বলেই দাবি করছেন পুজো উদ্যোক্তাদের অন্যতম শুভ জানা।

ধান ওঠার মুখেই ঘূর্ণিঝড়ের দাপটের আশঙ্কা, ফসল বাঁচাতে মরিয়া কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় ঘূর্ণিঝড় 'অ্যাকভানে'র সম্ভাব্য প্রভাব ঘিরে চরম উদ্বেগে কৃষকরা। মাঠজুড়ে পাকা ধান। আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা, তারপরই ঘরে উঠত সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল। কিন্তু দুর্যোগের আশঙ্কায় এখন সেই ধান দ্রুত ঘরে তোলার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন কৃষকরা।

কৃষকদের আশঙ্কা, ঝড়-বৃষ্টির প্রভাবে মাঠের পাকা ধান মাটিতে শুয়ে পড়তে পারে। এমনকী বৃষ্টির জলে জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেলে কাটা ধানও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ধান পচে গেলে তার গুণগত মান কমবে, পাশাপাশি বাজারে মিলবে আরও কম দাম। অন্যদিকে, ধান কাটতে দেরি হলে পিছিয়ে যেতে পারে আলু চাষও। বর্তমানে আলুর বাজারদর কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও আলু চাষের ক্ষেত্রে বাড়তি খরচ নিয়ে চিন্তায় কৃষকরা। আলুর বীজ থেকে শুরু করে রাসায়নিক সার, সবকিছুর দামই বেশি। ফলে সময়মতো আলু চাষ শুরু করতে না-পারলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

নারদ উৎসবে মেতে বাঁকুড়া

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: সারা রাজ্য এখন মেতে উঠেছে জগদ্ধাত্রী ও কার্তিক পূজায়। সেখানে বাঁকুড়ার গ্রাম মেতে উঠেছে দেবর্ষি নারদ পূজায়। বাঁকুড়ার রতনপুর গ্রামে চলছে নারদ উৎসব। বেকারদের কর্মসংস্থানের বার্তা দেব ঋষি নারদমুনি পৌঁছে দেবেন সকল দেবতার কাছে এই বিশ্বাসে বাঁকুড়ার রতনপুর গ্রামের মানুষ শুরু করে ছিলেন এই পূজা। এখন উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ১৩ বছর ধরে এই পূজা হয়ে আসছে। জেলার যত বেকার বাড়ছে ততই জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ছে এই নারদ পূজার।

স্থানীয় ও উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, লোক বিশ্বাস অনুসারে দেবর্ষি নারদ দেবতাদের বার্তাবাহক হিসাবেই পরিচিত। দেবলোকে সব দেবদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে নারদমুনির। তাই নারদমুনির কাছে কিছু চাইলে তা তিনি সংশ্লিষ্ট দেবতাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তা পূরণ করবেন, এমনটাই বিশ্বাস করেন রতনপুর গ্রামের মানুষজন। তাদের বিশ্বাস পুজোপাঠের মধ্য দিয়ে নারদমুনিকে তুষ্ঠ করতে পারলে বেকারদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের প্রার্থনা পৌঁছে দেবেন দেবতাদের কাছে।

এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, রতনপুরের মানুষ এই বিশ্বাস থেকে গত ২০১২ সালে গ্রামে নারদ মুনির পুজো শুরু করে রতনপুরের নিউ সরস্বতী ক্লাব। পাঁচ দিনে ধরে চলে এই পুজো। প্রথম বছর পুজোর বাজেট ছিল ৭ হাজার টাকা। এই পুজো শুরু করার পরে গ্রামের অনেকে চাকরিও পান। সেই থেকে এ পুজোর জাঁকজমক বেড়েছে। এখন পুজোর বাজেট ৩-৪ লক্ষ টাকা। এই পুজো উপলক্ষে মেলা বসে। চলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রাপালা।

বাঁকুড়া শহরের লালবাজার এলাকা থেকে পুলিশের চাকরির মানত জানাতে



এসেছিলেন তিনবন্ধু রামরতন মিদ্যা, তপন তরফদার ও প্রদীপ সরকার। তাঁদের বক্তব্য, গত বছর তাদের কয়েকজন বন্ধু নারদ দেবের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে সদ্য পুলিশে চাকরি পেয়েছে। অনেক গৃহবধূকে অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার কথা নারদদেবকে জানাতে দেখা যায়। একঝাঁক শিল্পীকে বরুণদেবের কাছে নিয়মিত বৃষ্টি দেওয়ার প্রার্থনার কথা নারদদেবকে জানাতে দেখা যায়। অনেক বয়স্ককে বৃদ্ধ ভাতা ও বিধবা ভাতার জন্য নারদ দেবের কাছে আবেদন জানাতে দেখা যায়। বিষ্ণুপুর থেকে একদল যুবক এসেছিলেন পরিবহণ ব্যবসা যাতে শুরু করতে পারেন।

কার্তিক পুজোয় মাতোয়ারা বাঁশবেড়িয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার গঙ্গাতীরবর্তী শিল্পশহর বাঁশবেড়িয়া ও সাহাগঞ্জ অঞ্চল এখন কার্তিকপুজোর উন্মাদনায় ভাসছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর সমান্তরালে ঐতিহ্যবাহী কার্তিক পুজোকে ঘিরে সেজে উঠেছে গোটা বাঁশবেড়িয়া। প্রাচীন পরম্পরা, বৈচিত্র্যময় কার্তিক প্রতিমা এবং চন্দননগরের আলোকসজ্জা ও থিমের মণ্ডপের মেলবন্ধনে ২০২৬ সালের এই উৎসব এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

সাহাগঞ্জ-বাঁশবেড়িয়া কেন্দ্রীয় কার্তিক পুজো কমিটি এবং স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা বাঁশবেড়িয়া ও সাহাগঞ্জ অঞ্চলজুড়ে ছোট-বড় মিলিয়ে শতাধিক কার্তিক পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে এর মধ্যে ৮৫টি পুজো কমিটি কেন্দ্রীয় কার্তিক পুজো কমিটির অধীনে নথিভুক্ত হয়ে পুজো পরিচালনা করছে।



দর্শনার্থীদের বিপুল উৎসাহ এবং ভিড়ের কথা মাথায় রেখে এ বছর উৎসবের দিন বাড়ানো হয়েছে এবং টানা পাঁচ দিন ধরে এই মহোৎসব চলবে। দূরদূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের পুজো পরিক্রমার সুবিধার্থে গত ১৬ নভেম্বর হংসেশ্বরী রোডে কেন্দ্রীয় কার্তিক পুজো কমিটি, বাঁশবেড়িয়া পুরসভা ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে একটি বিশেষ 'গাইড ম্যাপ' উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামী ২১ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে পরের দিন অর্থাৎ ২২ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত চলবে ঐতিহ্যবাহী ও বর্ণাঢ্য নিরঞ্জন শোভাযাত্রা।

বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এখানে দেবসেনাপতি কার্তিক নানা নামে, নানা আকারে এবং নানা রূপে পূজিত হন। সাহাগঞ্জ নতুন পোস্ট অফিসের কাছে অবস্থিত 'রাজা কার্তিক' পুজোটি বাঁশবেড়িয়ার প্রাচীনতম পুজোগুলির অন্যতম, যা ২০২৬ সালে ৩৮০ বছরে পদার্পণ করেছে এবং এখানে রাজসিংহাসনে আসীন দেবসেনাপতির আরাধনা করা হয়। অন্যদিকে, বাঁশবেড়িয়া জামাইগলি অ্যাসোসিয়েশনের পুজোয় কার্তিক ঠাকুর 'জামাই' রূপে বিরাজ করেন, যেখানে নতুন জামাইয়ের মতোই তাঁকে আপ্যায়ন ও সাজসজ্জা করা হয়। এর পাশাপাশি সেকেলে বাবু কালচারের আদলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সুদর্শন রূপে পূজিত হন 'বাবু কার্তিক'। লোকমুখে প্রচলিত অদ্ভুত নামের 'জ্যাংড়া কার্তিক' ও 'ধুমো কার্তিক' প্রতিমাগুলিও দর্শনার্থীদের অন্যতম আকর্ষণ, যার মধ্যে ধোপাঘাট যুবকবৃন্দের কার্তিক পুজোর বয়স প্রায় ২৫০ বছর। এছাড়াও পুরাণ বর্ণিত ছয় মুখ বিশিষ্ট ষড়ানন কার্তিক এবং সাবেকি আদি কার্তিকের পুজোও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হচ্ছে।

নামে কার্তিক পুজো হলেও বাঁশবেড়িয়ায় কার্যত রাস উৎসবের আদলে বহু দেবদেবীর পুজো হয়। স্থানীয় প্রবীণদের কথায়, এখানে কার্তিকের পাশাপাশি তেত্রিশ কোটি দেবতার দেখা মেলে। যেমন, ৪৯তম বর্ষে পদার্পণ করা প্রতাপ সংঘে কার্তিকের বদলে সন্তোষী মাতার আরাধনা করা হয়। আবার কুণ্ডুগলি নটরাজ পুজোয় কার্তিকের পরিবর্তে দেবাদিদেব মহাদেব নটরাজ রূপে পূজিত হন এবং হংসেশ্বরী রোড জুনিয়র বালক সংঘে আরাধ্য দেবতা হলেন নারায়ণ। এছাড়াও বিভিন্ন মণ্ডপে তারা মা, গণেশ, কৃষ্ণ এবং ভারতমাতার পুজোও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সাবেকি পুজোর পাশাপাশি এ বছরও বাঁশবেড়িয়ার একাধিক বড় বাজেটের পুজো কমিটি আধুনিক থিম এবং আলোকসজ্জায় একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। এ বছর দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে মিতালি সংঘ, অভিযান ক্লাব, জামাইগলি অ্যাসোসিয়েশন, জুনিয়র বালক সংঘ, শিবাজী সংঘ, কিশোর সংঘ ক্লাব, বাঁশবেড়িয়া রামকৃষ্ণ সংঘ, বলাকা সংঘ, ঘোষপাড়া রবীন্দ্র সংঘ, সূর্যতোরণ সংঘ এবং কাঁটাপুকুর ইয়াং স্টারের মতো পুজো মণ্ডপগুলি। গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্প, পৌরাণিক কাহিনি, সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা এবং কাল্পনিক স্থাপত্যের আদলে তৈরি মণ্ডপগুলির সঙ্গে চন্দননগরের চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা রাতের বাঁশবেড়িয়

দেশের অর্থনৈতিক সংকট, ভোটচুরি নিয়ে আমেরিকায় সরব রাহুল গান্ধি!

পালটা দিল বিজেপি



নিউ ইয়র্ক, ১৮ নভেম্বর: ভারতে ভয়ংকর অর্থনৈতিক সংকট চলছে বলে আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। লোকসভায় বিরোধী দলনেতার এমন মন্তব্যের পালটা দিল বিজেপিও। এর আগেও বিদেশের মাটিতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট ও অন্যান্য বিষয়ে এনডিএ সরকারকে তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এবার ফের একই বক্তব্য রাখলেন রাহুল। যাকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

রাহুলকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'ভারত এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এটাই বাস্তব পরিস্থিতি। কেউ কেউ এটা অস্বীকার করতে পারেন। সংবাদমাধ্যমও অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু আসল সত্যিটা হল যে ভারতে এক বিরাট কর্মহীনতার সংকট চলছে।' আর এরপরই তাঁকে পালটা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারি এক্স হ্যান্ডলে রাহুলকে সম্বোধন করেছেন, 'ভারতবিরোধী প্রোপাগান্ডার নেতা' বলে। এদিকে বিজেপির আরেক জাতীয় মুখপাত্র সি আর কেশবন সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের সামনে রাহুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, 'রাহুল যখনই বিদেশে যান, ভারতের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যান বিষাক্ত মিথ্যেগুলো বলে।' সেই সঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দেন কোয়াড সামিটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মেঝেতে রাখা ভারতীয় তেরঙ্গা চিহ্নটি নজরে পড়তেই তা তুলে নেন সসম্মানে। অথচ রাহুল বিদেশে গিয়ে ভারতকে ব্যাঙ্গ করা বিদেশি প্রতিনিধিদের সঙ্গে উল্লাসে মাতেন।

অন্য দিকে, রাহুল কেবল অর্থনীতি নয়, দেশে 'ভোটচুরি'র অভিযোগ করেছেন আমেরিকায়। তিনি জানান, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ১৪ কোটি মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। তার পরেও কী ভাবে সেই নির্বাচনকে 'সম্পূর্ণ বৈধ' বলা যায়! নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রাহুল দাবি করেছেন, তিনি প্রমাণ হাতে নিয়েই কথাগুলো বলছেন। এমন ব্যবস্থার সংস্কার না হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর রাজনৈতিক অসন্তোষ বাড়তে থাকলে দেশের সরকার হিংসার পথে হাঁটতে পারে বলেও আশঙ্কা করেছেন রাহুল। এ নিয়ে বিজেপির আর এক মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি রাহুলকে 'দেশবিরোধী প্রচারের নেতা' বলে তোপ দেগেছেন। তিনি বলেন, ভারতের উন্নতি ও গণতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ থেকে বিদেশে গিয়ে দেশের বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলছেন রাহুল।

'ভিড় নিয়ন্ত্রণে মহিলাদের সামাল দিতে পুরুষ পুলিশও রাখা যায়'

সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিল্লি পুলিশের



নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: ভিড় নিয়ন্ত্রণের সময়ে শুধু মহিলা পুলিশকর্মীরাই মহিলাদের সামলাবেন, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামায় এমনটাই জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। 'দ্য হিন্দু'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ আদালতে জানিয়েছে, আইন অনুযায়ী, মহিলাদের গ্রেপ্তার বা তল্লাশির সময়ে শুধু মহিলা পুলিশকর্মীদেরই সে কাজ করতে হবে। কিন্তু ভিড় নিয়ন্ত্রণের কোনও পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এই আইনি বাধ্যবাধকতা থাকে না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে দিল্লিতে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের সময়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। বিক্ষোভ কর্মসূচির চলাকালীন পুরুষ পুলিশকর্মীরা মহিলা বিক্ষোভকারী এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে একাধিক সংগঠন। ওই মামলার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি আদালতে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। আদালতকে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ পুলিশকর্মী 'ফার্স্ট রেসপন্ডার' হিসেবে কাজ করতে পারেন। এতে কোনও আইনি বাধা নেই। কোনও মহিলা পুলিশকর্মী যখন তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন, তখন তাঁকে সাহায্য করার ক্ষেত্রেও পুরুষ পুলিশকর্মীর কোনও বাধা নেই। দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, মুহূর্তের মধ্যে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। হলফনামায় পুলিশ বলেছে, ''মহিলা সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মহিলাদের সামলানোর জন্য মহিলা (পুলিশ)কর্মীদের থাকতেই হবে; এমন কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩' ,এ নির্দিষ্ট ভাবে গ্রেপ্তারি বা তল্লাশির ক্ষেত্রে মহিলা (পুলিশ)কর্মীদের থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে।'' পুলিশের বক্তব্য, ভিড় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মহিলা পুলিশকর্মীদের মোতায়েন করার বিষয়টি একটি 'অপারেশনাল কনসিডারেশন'। অর্থাৎ, কাজটি সুষ্ঠু ভাবে মেটানোর জন্য এটি করা হয়। যে সব বিক্ষোভে মহিলারা অংশগ্রহণ করেছেন, সেখানে শালীনতা বজায় রাখা, অকারণ সংঘাত এড়ানো, বিক্ষোভস্থলে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আনা-সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর এগুলি নির্ভর করে। একই সঙ্গে পুলিশ এ-ও জানিয়েছে, বিক্ষোভস্থলে ভিড় নিয়ন্ত্রণের সময়ে পুরুষ পুলিশকর্মীর থাকাকে কোনও ভাবেই কোনও অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা যায় না।

প্রধান বিচারপতিকে 'অযোগ্য' তোপ!

আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার অনুমতি



নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর: এজলাসে দাঁড়িয়ে প্রধান বিচারপতিকে চেয়ারে বসার 'অযোগ্য' বলে আক্রমণ। এবার আদালত অবমাননার অভিযোগে বিদ্ধ বিতর্কিত আইনজীবী প্রবীণ সিংঘল। ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার অনুমতি দিল শীর্ষ আদালত। প্রবীণ সিংঘলের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিস জারি করেছে শীর্ষ আদালত। গত ১৬ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের একটি এজলাসে জরুরি শুনানির আর্জির সময় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসেন ওই আইনজীবী। এজলাসে ওই আইনজীবী বারবার দাবি করেন, তাঁর পেশ করা বিষয়টি জরুরি। পালটা প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, 'দেখেছি। আপনি অপেক্ষা করুন।' উত্তেজিত আইনজীবী ধৈর্য্য ধরতে চাননি। এরপরই তিনি মন্তব্য করে বসেন, আপনি এই চেয়ারে বসবেন না, আপনি এর যোগ্যই নন। আপনার মধ্যে সেই সততা নেই!' যার পর আদালতের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত আইনজীবীকে এজলাস থেকে বের করে দেওয়া হয়। প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করায় আইনজীবী প্রবীণ সিংঘলের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করে বার কাউন্সিল অফ সুপ্রিম কোর্ট। বার কাউন্সিলের তরফে সভাপতি তথা প্রবীণ আইনজীবী প্রদীপ কুমার রাই আদালতে সওয়াল করেন। তিনি বলে দেন, যেভাবে এজলাসে দাঁড়িয়ে প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়েছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও জানান, 'আদালতের গরিমা ও মর্যাদার সঙ্গে কোনওরকম আপস করা চলে না।' মামলা শোনার পর বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, 'আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার যে চেষ্টা হয়েছে এবং অভিযুক্ত আইনজীবীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার যথেষ্ট কারণ আছে।' আগামী ৮ জানুয়ারি ফের মামলার শুনানি। ওই দিনের মধ্যে অভিযুক্ত আইনজীবীকে নিজের পক্ষে হলফনামা দিতে হবে। আগামী ২০ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে সশরীরে হাজির থাকারও কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে ওই আইনজীবীর লাইসেন্স বাতিল হতে পারে।

মুম্বইয়ে ভাঙা পড়তে চলেছে দাউদ ইব্রাহিমের পৈতৃক বাড়ি



মুম্বই, ১৮ নভেম্বর: ভাঙা পড়তে চলেছে মুম্বইয়ে দাউদ ইব্রাহিমের পৈতৃক বাড়ি। বৃহন্মুম্বইয়ের ভেন্ডি বাজারে অবস্থিত 'হাজি ইসমাইল হাজি হাবিব মুসাফিরখানা' নামের এই বাড়িটি ভেঙে ফেলতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বিএমসির তরফে। বাড়িটি বিপজ্জনক বাড়ি হিসেবে ঘোষণা করে ১৮-১৯ নভেম্বরেই সেটি ভাঙা পড়বে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বাড়ির লাগোয়া মসজিদটিও ভাঙা পড়তে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

তবে দাউদের বাড়ি ভাঙার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক আমিন প্যাটেল। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এই বাড়ি ভাঙার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ রয়েছে। বিএমসি আজ কোনও পদক্ষেপ করছে না। এই ইস্যুতে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে।' পাশাপাশি মসজিদের বাসিন্দারা ভবনটির পুনর্নির্মাণের পর একই স্থানে স্থায়ী জায়গা দাবি করছেন, কোনও অস্থায়ী বাসস্থা নয়।

গত ১৬ নভেম্বর বিএমসির তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। যেখানে বলা হয়, দাউদের ওই বাড়িটি সি-১ ক্যাটাগরির। অর্থাৎ অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রশাসন জানিয়েছে, ২০২০ সালের ৩১ অগস্ট বোম্বে হাইকোর্ট ভবনটি নিয়ে নির্দেশিকা জারি করে। এরপর থেকেই শুরু হয় উচ্ছেদ ও ভাঙার প্রক্রিয়া। জানা যায়, এই বাড়িতে বসেই ১৯৯৩ সালে মুম্বই হামলার পরিকল্পনা করেছিল আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিম। ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে এই বাড়িতেই থাকত দাউদ ও তার পরিবার। বাড়ি ভাঙার নোটিস জারি করা হলেও বিএমসির তরফে বুধবার একটি সভা ডাকা হয়। জানা যাচ্ছে, বাড়ির লাগোয়া এই মসজিদে প্রার্থনা করেন স্থানীয়রা। ফলে এই বুলডোজার অভিযানে আপত্তি রয়েছে তাঁদের। প্রশাসনের তরফে অবশ্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে আশপাশের বাড়ির বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হয়েছে।

ময়দান

অভিষেক-অভিমন্যু জুটিতে ঝাড়খণ্ডকে হারাল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি ক্যাপিটালসের দল থেকে বাদ পড়লেও দমে যাননি অভিষেক পোড়েল। বরং বাংলার হয়ে মাঠে নেমেই বুঝিয়ে দিলেন, নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য তিনি কতটা তৈরি। ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্যাট হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করলেন অভিষেক। তাঁর সঙ্গে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের দায়িত্বশীল ইনিংসে ভর করে সাত উইকেটে জয় তুলে নিল বাংলা। ঝাড়খণ্ডের দেওয়া ১৪৯ রানের লক্ষ্য ১৮.৪ ওভারেই পেরিয়ে যায় বাংলা।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১৪৮ রান করে ঝাড়খণ্ড। দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করেন বিরাট সিং। ৩৭ বলে ৪৫ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। অন্যদিকে, শিখর মোহন ২৬ বলে ৪২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। উৎকর্ষ সিং করেন ২৩ রান। তবে বাংলার বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় ঝাড়খণ্ড। মুকেশ কুমার, সায়ন ঘোষ এবং ঋষভ চৌধুরী দু'টি করে উইকেট তুলে নেন। চার ওভারে মাত্র ২৩ রান দিয়ে নজর কাড়েন সায়ন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথমেই করণ লালের উইকেট হারায় বাংলা। তবে এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ক্রিজে জমে যান অভিষেক পোড়েল ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনের ৯২ রানের জুটি ঝাড়খণ্ডের ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা কার্যত শেষ করে দেয়। ৩৪ বলে ৪৯ রান করে আউট হন অভিষেক। তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও দু'টি ছক্কা। অল্পের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া হলেও ম্যাচ জেতানোর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, অধিনায়কের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন অভিমন্যু। ৪৮ বলে ৬১ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ছ'টি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো ছিল তাঁর ইনিংস। শাকির হাবিব গান্ধী ১৪ এবং যশরাজ কেশওয়ানি অপরাজিত ১১ রান করে বাংলার জয় নিশ্চিত করেন। এদিকে, একই দিনে অন্য ম্যাচে বিহারের কাছে দুই উইকেটে হেরে যায় দিল্লি। দিল্লির হয়ে যশ ধুল ৫৯ বলে অপরাজিত ১২৫ রান করেও দলকে জেতাতে পারেননি।

কেকেআরের মালিকানায় এবার নতুন মুখ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল্পনাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হতে চলেছে। আইপিএলের আগামী মরশুমের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিকানা কাঠামোয় আসতে চলেছে বড় পরিবর্তন। শাহরুখ খানের রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্ট এবং জুহি চাওলা-জয় মেহতার মেহতা গ্রুপের সঙ্গে এবার যুক্ত হতে চলেছে মার্কিন বিনিয়োগকারী সংস্থা অ্যারেস ম্যানেজমেন্ট। নাইট রাইডার্সের মালিকানা পেতে চলেছে আমেরিকার এই সংস্থা। মেহতা গ্রুপের হাতে থাকা ৪৫ শতাংশ শেয়ারের অর্ধেক কিনে নিতে চলেছে তারা। অর্থাৎ কেকেআরের মোট মালিকানার ২২.৫ শতাংশ চলে যাবে অ্যারেসের হাতে। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই চুক্তিতে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়তে পারে। বর্তমানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিকানা রয়েছে মূলত দু'টি সংস্থার হাতে। শাহরুখ খানের রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্টের হাতে রয়েছে ৫৫ শতাংশ শেয়ার। বাকি ৪৫ শতাংশের মালিক জুহি চাওলা এবং জয় মেহতার মেহতা গ্রুপ। এবার সেই মালিকানা কাঠামোয় তৃতীয় পক্ষ হিসেবে প্রবেশ করতে চলেছে অ্যারেস ম্যানেজমেন্ট। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেহতা গ্রুপ নিজেদের হাতে থাকা শেয়ারের অর্ধেক বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে চুক্তির শর্তও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলে খবর। যদিও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও বাকি। কেন নিজেদের শেয়ারের একটা বড় অংশ বিক্রি করতে চাইছে মেহতা গ্রুপ? এর পিছনে রয়েছে নাইট রাইডার্সের বিপুল বাজারমূল্য। আইপিএলের শুরুতে যে দামে দলটির মালিকানা পেয়েছিলেন শাহরুখ, জুহি ও জয়, বর্তমানে তার তুলনায় ফ্র্যাঞ্চাইজির আর্থিক মূল্য অনেকটাই বেড়েছে।

TENDER

E- Tenders are invited by the Executive Assistant, Natidanga- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Natidanga, Nadia. NIET NO. 02/2026-27, Last date of submission **01.12.2026 up to 17.00 p.m.** For details please contact to the office or visit **www.tenders.wb. gov.in**

Sd/- Executive Assistant, Natidanga- I Gram Panchayat.

TENDER

Sealed Tenders are invited by the Executive Assistant, Natidanga- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Natidanga, Nadia. NIT NO. 01 OF 2026-27, Last date of application **25.11.2026 up to 14.00p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Executive Assistant, Natidanga- I Gram Panchayat.

OFFICE OF THE
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
NABAGRAM, MURSHIDABAD
09/ B.D.O. I VBGRAMG/ NABAGRAM / 2026-27 (2nd call)

Block Development Officer, Nabagram Development Block invites e-tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for for mentioned work. Website - **htpp://wbtenders.gov.in.** Tender Id: **2026_ZPHD_5087086_1 for NIeT. No09 /B.D.O./ VBGRAMG /NABAGRAMI 2026-27, Dt. 18/11/2026.** Details information is available at the website and office of the undersigned on any working days.
Date: 18/ 11/2026
Place : Nabagram

Sd/- Block Development Officer Nabagram Development Block

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender hereby invited by the undersigned against **NIT No.: 01/15th CFC/ CHANDPARA/2026, Dated: 17.11.2026-** 06 (six) nos of scheme under 15th FC (Tide) fund. Bid Submission End Date: **26.11.2026 13:10 PM.** Technical Bid Opening Date: **28.11.2026 13:40 PM.** Detailed information may be obtained from the offce of the undersigned in any working days.

Sd/- **Prodhan**
Chandpara Gram Panchayat
Gaighata Block, N. 24 Pgs.

NOTICE INVITING e-Tender

Reference Memo No 2384/ BDO/ KDP/2026-27, Dated-13/11/2026

1. e-Tender Notice No-07/2026-27 for Construction of Integrated Settler with ABR and Filter Chamber of units of 09 nos at different Gram Panchayats under Kakdwip Development Block. Fund-SBM (GWM) Reference Memo No **/EO/ KDP/ 2026-27 Dated-17/11/2026**
2. Auction Notice for Rent 7 nos of Shop at Ground Floor & 8 nos of Shop at 1st Floor at Market Complex, Kakdwip Bus Stand under kakdwip Panchayet Samity, Last Date of Application Look for detail you may visit and office notice board & **https://tenders. wb.gov.in/ nicgep/app**

Sd/-
Block Development Officer
Kakdwip Development Block
Kakdwip, South 24 Parganas.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED



This is the photograph of **Nabanita Das,** Father's Name - **Tarun Das,** of Vill - Dakshin Chandanpiri, PO - Chandanpiri, PS - Namkhana, Dist - South 24 Parganas, WB, Who has been missing since 01.11.2026, at about 11.00 hrs, Residential area under PS - Namkhana, Description of this Missing person is: **Age -** 16 Years, **Height** - 5 Feet 1 Inch, **Complexion** - Fair, **Wearing** - White Churidar, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1756(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED



This is the photograph of **Musaida Khatun,** Father's Name - **Masud Alom Mondal,** of Vill + PO - Yearpur, PS - Usthi, Dist - South 24 Pgs, Who has been missing since 26.10.2026, at about 12.00 hrs, Residential area under Usthi PS, Description of this Missing person is: **Age -** 21 Years (Approx), **Height** - 5 Feet (Approx), **Complexion** - Fair, **Wearing** - Light purple colour Burka, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1750(3)/2026

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

নং WB-HMC/TN/ED/S&D/ 22/2026-2027 তারিখ ১৭.১১.২০২৬

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডের অন্তর্গত বর্তমান ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার, ম্যানহোল উন্নত করা ও সরবরাহ এবং ক্রস ড্রেনের আপগ্রেডেশনের কাজের জন্য একই ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি) দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগ / www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০২.১২.২০২৬ বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার এইচএমসি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১১৬(৩)/২৬-২৭ সেক্রেটারি
১৮.১১.২৬ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

Sealed tenders are hereby invited from reputed and experienced construction companies / agencies **for construction of a G+4 residential housing building comprising 8 (eight) flats, having a total built-up area of approx. 12,289 sq. ft., at DB-218, Action Area-I, New Town, Kolkata.**
Interested and eligible agencies having adequate experience in execution of multi-storied residential building projects may collect the detailed tender documents from the office of the undersigned during office hours.
The last date and time for submission of tenders is **25.11.2026 at 5.00 PM.** Tenders will be opened on **26.11.2026 at 11 AM.**
The undersigned reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason thereof.

Sd/-
(A.R.Shaikh)
Secretary, Naba Geetanjali Coopt. Housing Society Ltd.
A-21/6, Sraboni Abasan, FC Block, Salt Lake, Kol-106.
Mob.: 9475140298/E-mail:shaikhrakib1996@gmail.com

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & waterways Directorate
CORRIGENDUM FOR e-TENDER

Due to participation of insufficient no. of bidder, the last date of Submission of Bid of this office Tender against e-NIT NO. 08/WBMIFMP/Hwh/2026-27/Security(3rd Call), Tender: 2026_IWD_5081913_1 is hereby further extended up to 26/11/2026 upto 01:30 P.M. Other details may be seen in the website tenders.wb.gov.in and iwd.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Howrah Irrigation Division, ONKARMAL JETIA ROAD, P.O.-BOTANICAL GARDEN P.S.-SHIBPUR, DISTRICT-HOWRAH, PIN-711103

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

ICA- T19952(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD/ eNIT10/26-27
(Tender ID : 2026_WBPWD_5086618_1)

Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division from the eligible contractors for the following works : **Name of Work :- SITC of Air Conditioning System at Nursing Superintendent office of Canning S.D. Hospital, South 24 Parganas.** Bid submission start 23.11.2026 at 10:00 A.M. Bid Submission end : 02.12.2026 up to 12:00 P.M. Bid opening Date : 04.12.2026 after 12:00 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division Govt. of West Bengal.

ICA- T19993(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. KMDA/HOUSING/EE/DIV-I/ Circle V (BSUP)/NIT-08/2026-2027

Online e-tender is invited by the Executive Engineer, DIV-I, Circle V (BSUP), Housing Sector, KMDA (Erstwhile KIT) 1st Floor, Block-A, Unnayan Bhawan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata- 700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Engagement of daily 4 nos. Security Guard from 01.01.2027 to 31.12.2027 at Ahindra Mancha, Chetla, Kolkata-700027 under Housing Sector, KMDA (2nd Call).., Rs.9,41,321/- (Inclusive of 18% GST). Rs.18,830/-, 365 days, **Last date & time for online Tender Submission:** 27.11.2026, Time: 17.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-752)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T19959(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No : 24/EE/MD-V/EM/KMDA of 2026-27

Online Tender is invited by Executive Engineer, MD-V, E-M Sector, KMDA, 1st floor, Block-L, Unnayan Bhavan, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from the eligible agencies, for the work, **Name of work, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of completion,** Testing, servicing, heat varnishing & replacing the copper leads of 1 no 3Phase, 415V, 45KW LT Motor at CWPS and dismantling, repairing, rewinding & refitting of 1 no submersible sludge pump along with some allied works inside the campus of WTP under Diamond Harbour Municipal Area., Rs.1,65,070/-, Rs.3,301/-, 14 Days from the date of firm order, **Last date & time of online Tender Submission:** 03.12.2026 upto 14.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-754)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T19961(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ICA- T19958(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

NIeT No. **WBPWD/SENABC/NIeT-13/2026-2027** by Sr. Superintending Engineer, Nabanna Circle, PWD. **Name of Work** – Salkia Chanditala Road (SH - 15) from 7.600 km to 9.500 km - Strengthening work by interlocking Concrete Block Pavement under Howrah Division, P.W. Dte. in the district of Howrah. Estimated Amount : **Rs. 8,74,03,150.00**. Bid-Submission start date **01.12.2026 from 06:00 P.M.** Bid Submission closing date **18.12.2026 upto 01:00 P.M.** Tender ID : 2026_WBPWD_5086957_1. Details will be available from the website **https://tenders.wb.gov.in** notice board and Departmental website of this office on all working days within office hours. Corrigendum & Addendum if issued will be published only through Website. Sd/- Ayan Mitra, Sr. Superintending Engineer, Nabanna Circle, P.W.D.

ICA- T20010(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum Notice of e-NIT: KMDA/CIVIL/EE/ECPD-II/ E&AM/04 of 2026-27

With reference to above Tender the name of work has been changed. Name of the work (As per NIT) Deployment of 04 Nos Private Guard attendant with necessary equipment for safe guarding of entire premises of Mahasweta Devi Archive at GD-30 against theft, unauthorized activities etc. including dresses as per direction of E.I.C. **Name of the work (To be read as)** Deployment of 4 Nos. Private Guard Attendants at Mahasweta Devi Archive at GD-30 under EKAD Project for a period of 36 (Thirty six) Months i.e. from 01.01.2027 to 31.12.2029. **Time of Completion for the work :** 36 (Thirty six) Months i.e. from 01.01.2027 to 31.12.2029. Other conditions as stipulated in the e-NIQ will remain same. Regarding this e-NIQ please visit both websites **(KMDA-756)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T19963(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৭_২০২৬-২৭ এবং ২৯৮_২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.১১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **ডিইএন/৩/হাওড়া-**র অধীনে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৭_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে - ডিইএন/৩/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে এইএন/কাটোয়ার অধীনে টিএফআর - ২৬.৬৯০ টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ঃ - বর্ধমান - কাটোয়া এসএল ২৬ - ৫২.৬৯০ = ২৬.৬৯০ কিমি; টিবিআর - ১.৩৭৮টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ঃ কাটোয়া - আহমদপুর ঃ এসএল ০ - ০.৪৭ = ০.৪৭ কিমি, ০.৭৬ - ০.৮ = ০.০৪ কিমি, ০.৮৪৫ - ০.৯৩৩ = ০.০৮৮ কিমি, ০.৯৭৫ - ১ = ০.০২৫



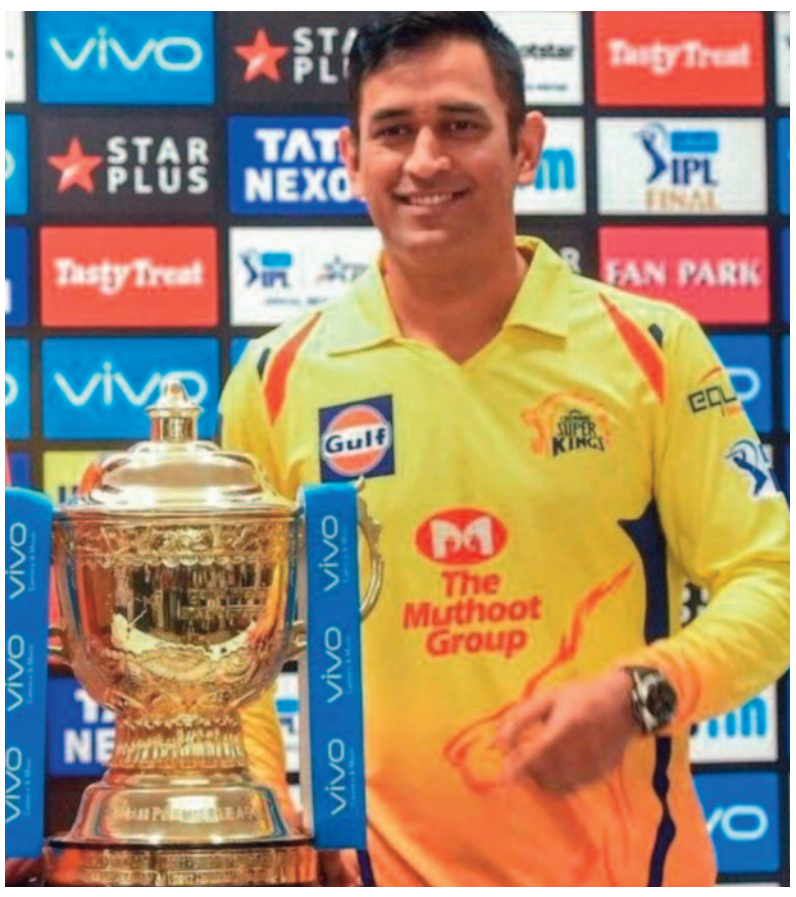
বিদায় বললেন ধোনি, আকাশে জ্বলল সাত নম্বর! আবেগে ভাসল চেন্নাই, ক্রিকেটবিশ্বে শুরু হল থালার নতুন অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট মাঠে তাঁর উপস্থিতি মানেই ছিল ভরসা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করার সাহস। কখনও ব্যাট হাতে অবিশ্বাস্য জয়, কখনও উইকেটের পিছনে ক্ষিপ্র হাতে প্রতিপক্ষের স্বপ্নভঙ্গ। বছরের পর বছর ধরে চেন্নাই সুপার কিংসের সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু এবার সেই পরিচিত দৃশ্যের ইতি। খেলোয়াড় হিসেবে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। আর তাঁর এই বিদায়কে ঘিরে আবেগে ভাসল চেন্নাই থেকে শুরু করে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব। মাঠে আর ধোনিকে খেলতে দেখা যাবে না, তবে চেন্নাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে শেষ হচ্ছে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে দল। আগামী আইপিএল মরশুম থেকে দলের মেন্টরের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি।

ধোনির বিদায়ের খবর সামনে আসার পর থেকেই ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে একটাই প্রশ্ন; এবার কি সত্যিই শেষ হল তাঁর আইপিএল-যাত্রা? চেন্নাই সুপার কিংসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর ভূমিকা শেষ হলেও দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট থাকবে। আগামী মরশুম থেকে মেন্টর হিসেবে দলের পাশে থাকবেন তিনি। অর্থাৎ, যে ডাগআউটে বসে এত দিন সতীর্থদের লড়াই করতে দেখেছেন, এবার সেখান থেকেই তরুণ ক্রিকেটারদের পথ দেখাবেন ধোনি। দলের তরফে তাঁকে ঘিরে যে আবেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তাতেই স্পষ্ট; চেন্নাইয়ের কাছে ধোনি শুধুমাত্র একজন ক্রিকেটার নন, তিনি দলের পরিচয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তটিও ছিল যথেষ্ট আবেগঘন। চেন্নাই সুপার কিংসের অন্যতম কর্ণধার রূপা গুরুনাথ জানিয়েছেন, খেলোয়াড় ধরে রাখা এবং ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনার সময় ধোনি নিজেই তাঁর নাম ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটারদের তালিকায় রাখার কথা জানান। ভিডিও কলে কথোপকথনের মাঝেই এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। কিছুক্ষণের জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে বিষয়টি নিয়ে রসিকতাও করেন রূপা। তাঁর কথায়, ধোনি আর খেলবেন না; এই খবর শুনে যেন ইন্টারনেটও সেই ধাক্কা সামলাতে পারেনি!

কিন্তু ধোনির সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল নিজের প্রতি তাঁর কঠোর দায়বদ্ধতা। দলের হয়ে খেললে নিজের সেরাটা দিতে হবে; এই বিশ্বাস বরাবরই তাঁর। পুরোপুরি প্রস্তুত না থাকলে বা নিজের সামর্থ্যের একশো শতাংশের বেশি উজাড় করে দিতে না পারলে মাঠে নামতে চান না তিনি। রূপা গুরুনাথের কথায়, ধোনির দ্রুত স্টাম্পিং, হেলিকপ্টার শট কিংবা মাঠে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে ফিল্ডিং সাজানোর ক্ষমতা তাঁকে বারবার মুগ্ধ করেছে। তবে এবার তাঁর বিশ্বাস, মেন্টর হিসেবে ধোনির অভিজ্ঞতা দলের তরুণ ক্রিকেটারদের আরও সমৃদ্ধ করবে।



চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে ধোনির সম্পর্কের ইতিহাস অবশ্য অনেক পুরনো। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম মরশুম থেকেই তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নেতৃত্বেই একাধিকবার শিরোপা জিতেছে চেন্নাই। মাঝখানে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে নির্বাসনের কারণে চেন্নাই আইপিএলে খেলতে পারেনি। সেই সময় ধোনি খেলেছিলেন রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্টের হয়ে। ২০১৮ সালে চেন্নাই ফিরে আসতেই আবার হলুদ জার্সিতে দেখা যায় তাঁকে। প্রত্যাবর্তনের মরশুমেই দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি। এরপরেও একাধিকবার শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছে চেন্নাই।

চেন্নাইয়ের প্রাক্তন কর্ণধার এন শ্রীনিবাসনের কাছেও ধোনির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর বক্তব্য, ধোনি ছাড়া চেন্নাই সুপার কিংসের কথা ভাবাই যায় না। ২০০৮ সালে দল গঠনের সময় ধোনিকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। শুধু ক্রিকেটীয় দক্ষতা নয়, ধোনির চরিত্র, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এবং চাপের মুখে স্থির থাকার মানসিকতাই তাঁকে আলাদা করে তুলেছিল। এত বছর পরেও সেই বিশ্বাসে কোনও বদল হয়নি। খেলোয়াড় হিসেবে ধোনির অধ্যায় শেষ হলেও দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা নিয়েও আশাবাদী চেন্নাই কর্তৃপক্ষ।



বিদায়ের মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ আয়োজন করেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। আকাশে ড্রোনের আলোয় ফুটিয়ে তোলা হয় ধোনির ক্রিকেটজীবনের নানা ছবি। কখনও দেখা যায় তাঁর মুখের অবয়ব, কখনও হেলিকপ্টার শট, আবার কখনও উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর ক্ষিপ্র স্টাম্পিংয়ের দৃশ্য। আকাশজুড়ে ফুটে ওঠে তাঁর সাত নম্বর জার্সিও। শেষ পর্যন্ত আলোর অক্ষরে লেখা হয় ‘থালা ফরএভার’। সেই দৃশ্য যেন বলে দিল, মাঠে তাঁর খেলা থামলেও সমর্থকদের হৃদয়ে ধোনির জায়গা কোনও দিন ফুরোবে না।





ধোনির বিদায়ে আবেগ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের একাধিক তারকা। রোহিত শর্মা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একসঙ্গে মাঠে কাটানো নানা মুহূর্তের কথা স্মরণ করেছেন। দীর্ঘদিনের ক্রিকেটজীবনে ধোনির সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা যে তাঁর কাছে বিশেষ স্মৃতি, তা স্পষ্ট করেছেন রোহিত। অন্যদিকে, জসপ্রীত বুমরাহ ধোনিকে নিজের প্রিয় ক্রিকেটার এবং অন্যতম বড় অনুপ্রেরণা বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় দলে ধোনির নেতৃত্বেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল বুমরাহর। তাই তাঁর কাছে এই বিদায় নিছক একজন ক্রিকেটারের অবসর নয়, বরং নিজের ক্রিকেটজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের স্মৃতিও। তরুণ ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশীও ধোনির সঙ্গে ছবি ভাগ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা বলেছেন, আইপিএলের জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের সঙ্গে ধোনির নাম গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর নেতৃত্ব এবং খেলার ধরন বহু তরুণ ক্রিকেটারকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠানও ধোনির নেতৃত্ব, ম্যাচ শেষ করার দক্ষতা এবং চাপের মুহূর্তে শান্ত থাকার ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, ধোনির মতো ক্রিকেটারের প্রভাব সহজে মুছে যাওয়ার নয়।

শিখর ধাওয়ানও ধোনির নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, মাঠের মধ্যে ধোনির শান্ত থাকা, সতীর্থদের উপর আস্থা রাখা এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর তরফেও ধোনিকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। প্রায় দুই দশক ধরে আইপিএলে তাঁর অবদান, একাধিক শিরোপা, স্মরণীয় মুহূর্ত এবং শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করার মানসিকতার কথা তুলে ধরেছে তারা। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কাছ থেকেও এমন শ্রদ্ধা প্রমাণ করে, ধোনির প্রভাব কোনও একটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

পরিসংখ্যানও ধোনির আইপিএল-জীবনের সাফল্যের সাক্ষী। মোট ২৭৮টি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৫ হাজার ৪৩৯ রান। গড় ৩৮.৩০ এবং স্ট্রাইক রেট ১৩৭.৪৫। অর্ধশতরান করেছেন ২৪টি, ছক্কা মেরেছেন ২৬৪টি। তবে তাঁর অবদানকে শুধু রান বা ছক্কার সংখ্যায় মাপা সম্ভব নয়। ম্যাচের শেষ ওভারে চাপের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া, তরুণ বোলারকে সাহস জোগানো কিংবা উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া; এসবই তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। ২০২৪ সালে চেন্নাইয়ের অধিনায়কত্ব ছেড়ে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন ধোনি। এরপরও দলের হয়ে খেলা চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ২০২৫ সালে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর শেষ আইপিএল উপস্থিতি। ২০২৬ সালের মরশুমে পায়ের পেশির চোটের কারণে মাঠে নামতে পারেননি। বয়স, চোট এবং শারীরিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা; সব মিলিয়ে এবার খেলোয়াড় হিসেবে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ধোনির বিদায় তাই একদিকে যেমন একটি যুগের সমাপ্তি, অন্যদিকে তেমনই নতুন অধ্যায়ের সূচনা। যে মানুষটি এত দিন মাঠে দাঁড়িয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দলের জয় নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন, এবার তিনি ডাগআউট থেকে তৈরি করবেন পরবর্তী প্রজন্মকে। হয়তো আর দেখা যাবে না শেষ ওভারে তাঁর সেই পরিচিত ব্যাটিং, কিংবা উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের গতিতে স্টাম্প ভেঙে দেওয়ার দৃশ্য। কিন্তু চেন্নাইয়ের হলুদ জার্সির সঙ্গে তাঁর নাম চিরকাল জড়িয়ে থাকবে। ক্রিকেট মাঠে ধোনির খেলোয়াড়-জীবনের শেষ ওভার বেজে গেলেও, ‘থালা’র গল্প যে এখানেই শেষ হচ্ছে না, তা বলাই যায়।

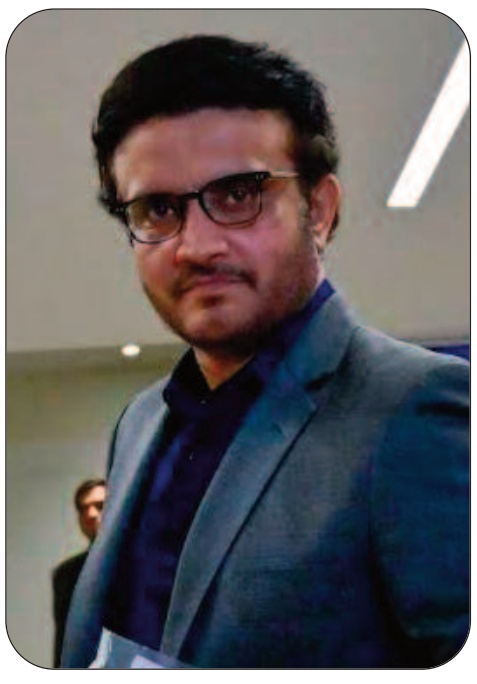
সৌরভ ও ধোনিই সবার উপরে! প্রিয় অধিনায়ক নিয়ে বললেন ভারতীয় ক্রিকেটের ঈশ্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ব্যাটার তিনি। নিজের ব্যাটিং দক্ষতায় কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন সচিন তেন্ডুলকর। যদিও তাঁর অধিনায়কত্বের সময়কাল খুব একটা সুখকর ছিল না।

এবার এক সমর্থকের প্রশ্নের উত্তরে নিজের পছন্দের অধিনায়কদের নাম জানালেন ক্রিকেটের এই কিংবদন্তি। তাঁর তালিকায় রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্র সিংহ ধোনি।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সমর্থক সচিনকে প্রশ্ন করেন, ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলাতে কতটা সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে? পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক তেম্বা বাভুমার নেতৃত্ব সম্পর্কেও মতামত জানতে চান ওই সমর্থক। সবশেষে জানতে চান, শচীনের খেলা অধিনায়কদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সবচেয়ে পছন্দের কে?

উত্তরে মাস্টার ব্লাস্টার জানান, ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করা তাঁর কাছে অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ছিল। তবে সেই সময় নিজের পছন্দমতো দল নির্বাচন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সবসময় পেতেন না তিনি। নব্বইয়ের দশকের তুলনায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এখন অনেক বেশি পেশাদার বলেও মন্তব্য করেন সচিন। তাঁর মতে, নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় ক্রিকেট বেশ কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।







দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক তেম্বা বাভুমারও প্রশংসা করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের ঈশ্বর। তাঁর লড়াকু মানসিকতা এবং সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার প্রতিযোগিতায় শিরোপা জয় বিশ্ব ক্রিকেটের পক্ষেও অত্যন্ত আনন্দের বলে মনে করেন তিনি।

তবে নিজের প্রিয় অধিনায়কের প্রসঙ্গ উঠতেই কোনও দ্বিধা না করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নাম করেছেন সচিন। সৌরভের নেতৃত্বে ২০০৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছিলেন তিনি। অন্যদিকে, ধোনির নেতৃত্বেই ২০১১ সালে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পান মাস্টার ব্লাস্টার।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে দুই দফায় মোট ২৫টি টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তেন্ডুলকর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ হারের পর ২০০০ সালের মার্চ মাসে অধিনায়কত্ব ছাড়েন তিনি। ২০০৭ সালেও টেস্ট দলের নেতৃত্বে ফেরার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শচীন। এরপর ধোনির হাতে তুলে দেওয়া হয় সেই দায়িত্ব।